# Recall

Midnapore City College

#3

3rd Edition

2022-2023

ANNUAL MAGAZINE

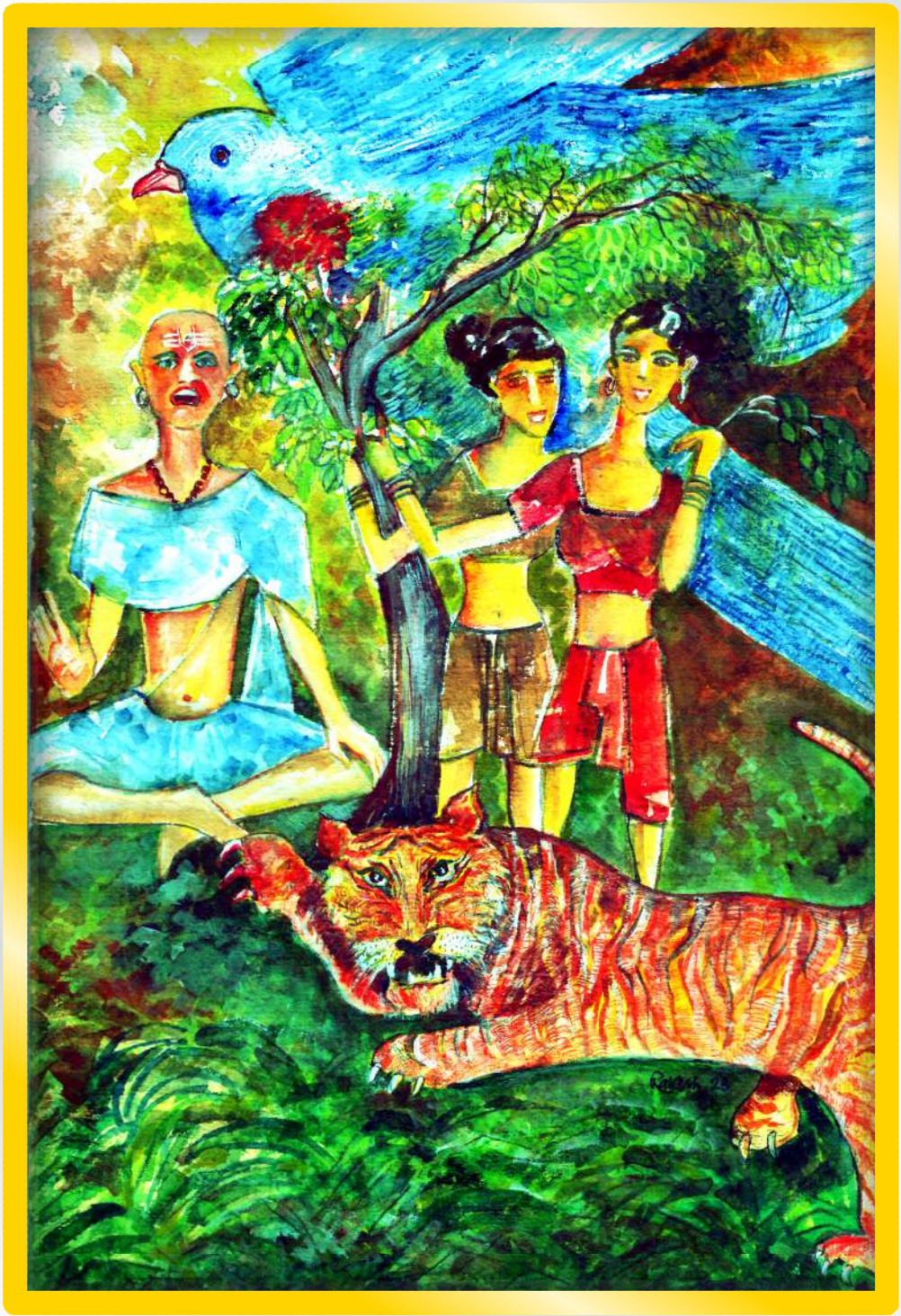

**VIDYASAGAR UNIVERSITY**
P.O. : Vidyasagar University, Midnapore - 721 102, Dist.: Paschim Medinipur,
West Bengal, INDIA.

Dated : 21.02.2023

## MESSAGE

I am very happy to learn that the Midnapore City College, Kuturiya, Bhadutala, Midnapore in the District of Paschim Medinipur, affiliated to Vidyasagar University, is going to publish its 3rd edition of College Magazine, namely, "Recall" on Fifth March Two Thousand Twenty Three (05.03.2023) in the college premises. I extend my best wishes to the College Authority and other associated members for taking necessary steps for the publication of such a magazine to enlighten its constant creative, impulsive and smooth peregrination which will inspire to the teachers, students and others.

I hope that the programme for publication of the magazine **"Recall"** will be a grand success.

21/02/23

VIDYASAGAR UNIVERSITY 721102 W.B. Midnapore

**( Dr. J. K. Nandi )**
*Registrar.*
Registrar
Vidyasagar University
Midnapore - 721102
West Bengal, India

**To**
**Dr. Kuntal Ghosh**
**Teacher-in-Charge,**
**Midnapore City College**
**Kuturiya, Bhadutala,**
**Midnapore,**
**Dist. : Paschim Medinipur,**
**Pin : 721 129.**

Telephone : (03222) 298220, Fax : (03222) 275297 / 275329
e-mail : registrar@mail.vidyasagar.ac.in/regis_admin@mail.vidyasagar.ac.in

# MIDNAPORE CITY COLLEGE

## অধিকর্তার কলমে

"ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব বিদ্যা শিক্ষালয়ে

অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে"।

মেদিনীপুর সিটি কলেজ ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করেছে। এই মহাবিদ্যালয় নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করেছে। 'এডুকেশন ওয়ার্ল্ডের' সমীক্ষা অনুসারে, এই মহাবিদ্যালয় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দশম স্থান ও ভারতে চুয়ান্নতম স্থান অধিকার করেছে। তাই আমার প্রিয় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমে আজ মেদিনীপুর সিটি কলেজ এই স্থানে রয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই মহাবিদ্যালয়ের 'Recall' পত্রিকা জীবনের প্রথম প্রকাশের সূচনা হতে পারে; তা বহুসম্ভাবনাময়। এই পত্রিকা ছাত্র-ছাত্রীদের অবরুদ্ধ ভাবাবেগ ও চিন্তাশক্তি প্রকাশের উপায় স্বরূপ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। আর এই সম্ভাবনা ছাই চাপা আগুন। প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমেই এই ছাই দূরীভূত হয়ে অন্তরের ভিতরে লুক্কায়িত শক্তিশালী প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র–ছাত্রীরা পড়াশুনোর একঘেয়ামি থেকে মুক্ত হয়। অভিনন্দন জানাই এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে যারা ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশকে এত সুন্দর রূপদানে সাজিয়ে তুলেছেন।

Pradip Ghosh.

ড. প্রদীপ ঘোষ

অধিকর্তা

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

MIDNAPORE CITY COLLEGE Estd.-2017 Paschim Medinipur

Dr. Pradip Ghosh
Director
Midnapore City College
Kuturiya, Bhadutala,
Paschim Medinipur, Pin-721129, W.B
www.mcconline.org.in

Recognised by UGC, Govt. of India, Higher Education Department,
Govt. of West Bengal & Affiliated to Vidyasagar University
Run & Managed by MORAINE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ORGANISATION

Campus: Kuturiya, Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India
Phone: +91 9932318368, +91 8967598946
Website: www.mcconline.org.in
E-mail: director@mcconline.org.in

# MIDNAPORE CITY COLLEGE

## ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে

'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা'- সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে পেরিয়ে এলাম আরো একটা বছর। প্রতি বছরের মতো এবছরও ছাত্র-ছাত্রীদের বিচিত্র রচনা সম্ভার সাজিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে ২০২৩ সালের Recall পত্রিকা। এই ৩য় বার্ষিক কলেজ পত্রিকায় প্রতি পাতায় ভাবে ভাষায় ফুটে উঠবে জীবনের নানারঙের বিচিত্র ছবি – পথ চলার আনন্দ। বিগত দিনে আমরা দুঃসময়ের করাল কালগ্রাসে অনেক স্বজনদের হারিয়েছি; অশ্রুজলে ভাসিয়েছি সংবেদনশীল নৌকো। তাই তাঁদের বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি; তাঁদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

একই সঙ্গে স্মরণ করি এই কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকবৃন্দ ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের যাঁরা বিভিন্ন Social Media তে কলেজের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞাপন করেন।

এছাড়াও আমরা স্মরণ করি সেইসব প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের যাঁরা এবছর ইহলোক ত্যাগ করেছেন এবং এ সমাজের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

সর্বোপরি আজ সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় অনেক বাধা-বিঘ্ন জয় করে আমাদের এই মহাবিদ্যালয় যে অগ্রগতির সোপানে পা রেখেছে সেকথা প্রত্যেকেই জানেন। এই মর্যাদা ও আত্মতৃপ্তির গণ্ডী অতিক্রম করে শুধু জেলার নয়, দেশের ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক এটাই আমাদের কাম্য। শিক্ষা ও উন্নয়নের উত্তরণের সোপানে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সকলেই অভিযাত্রায় সামিল হয়েছেন। তাই সকলকেই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

এই Recall পত্রিকার সম্পাদকের উতোরোত্তর সাফল্য কামনা করি। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত এই পত্রিকা এত দ্রুত সম্পন্ন করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। বলা যেতে পারে, Recall পত্রিকা একপ্রকার সম্পাদকদের স্বতঃস্ফূর্ত, সৃজনশীল ও কৌশলমূলক স্বত্বার বহিঃপ্রকাশ।

কুন্তল ঘোষ.

ড. কুন্তল ঘোষ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

MIDNAPORE CITY COLLEGE Estd.-2017 Paschim Medinipur

**Dr. Kuntal Ghosh**
Teacher-in-charge
**MIDNAPORE CITY COLLEGE**
Kuturiya, Bhadutala, Paschim Medinipur,
Pin- 721129, West Bengal.

# সম্পাদকীয় কলমে

এ-সংখ্যায় আমরা লেখালেখির-চর্চা ও সম্ভাবনাকে ধরে রাখতে চেয়েছি। আমরা চেষ্টা করেছি সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করতে। বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছি নবীন লেখকদের রচনার প্রতি। তাঁদের মধ্যে যে-প্রাণশক্তি, বিশ্বস্ত জীবনচেতনা, সমাজ-অঙ্গীকার ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রমণের ঐকান্তিক প্রয়াস আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা আমাদের পত্রিকার ভুবনকে সমৃদ্ধ করবে – এ-প্রত্যয়ে আমরা নিশ্চিত। এই পত্রিকায় কাহিনী সহ, স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি, হাস্যকৌতুক মূলক রচনা যেমন এক পাল্লায় রয়েছে তেমনি অপর পাল্লায় রয়েছে গল্প, অণু গল্পসহ আরও বিভিন্ন রং বাহারী সব সৃজন অসংখ্য গুণীজনের লেখায় সমৃদ্ধ।

সমাজ কোনদিন এক জায়গায় থেমে থাকেনা। যুগ বদলায়, আসে নতুন রুচি, নতুন সংস্কৃতি, নতুন প্রযুক্তি। বটতলা যে বাজার তৈরী করেছিল, তাকে কব্জা করতে উচ্চবর্গের মানুষরা সেদিন থেকে আজ অবধি এই বটতলাকে রুচিহীন অপসংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে এবং ঔপনিবেশিক শাসকের আঁতাত-আদলে বটতলার মুদ্রণ নিষিদ্ধ করে নিজেদের বই বাজারে চালু করলেন। সেই থেকে শুরু হলো মুদ্রণ শিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জয়যাত্রা।

পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে লিটল ম্যাগাজিন জনপ্রিয় হলেও এই চালু সাময়িক পত্র-পত্রিকা গুলির খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি। যুগ আরো এগলো। বিগত তিন দশক ধরে তথ্যপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে মানব সভ্যতা এবং তার অভ্যাস যে বেগে বদলে যাচ্ছে তার তুলনা ইতিহাসে নেই। এটা এখন এতোটাই বিকশিত যে একে উপেক্ষা করা আর কোনমতেই সম্ভব নয়। ইন্টারনেট এর প্রসার আর তার ব্যবহার যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে তাকে একটা "বদল ঝড়" বলা যেতেই পারে আর মুদ্রণ নির্ভর সাহিত্য চর্চার যে প্রচলিত ধারা, তার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এই "অন-লাইন" মাধ্যম। তাই মেদিনীপুর সিটি কলেজের এই বার্ষিক পত্রিকাটি দুটি মাধ্যমেই প্রকাশিত অনলাইন ও অফলাইন।

পৃথিবীতে প্রলম্বিত অসুখের ছায়া পড়েছে। শরীর ও মনকে সে ধ্বস্ত করেছে। অনেক প্রিয়জনকে আমরা হারিয়েছি এই সময়ের মধ্যে। সেই ক্ষতে আজও প্রলেপ পড়েনি। শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিও তাতে ব্যহত হয়েছে, তবে একেবারে থেমে যায়নি। সৃষ্টি হয়তো কোন পথ হয়তো সন্ধান করে নিয়েছে যা দুঃসময় পেরিয়ে আপনা আপনি উদ্ভাসিত হয়েছে। পত্রিকার প্রচ্ছদে রয়েছে 'বিশ্ব শান্তি ভাবনা'। যদিও শান্তি মাঝে মাঝেই বিভিন্ন উপদ্রবে বিঘ্নিত। উৎপাত কাটিয়ে নীলকণ্ঠ পৃথিবী একদিন অমৃতত্বের সন্ধানী হবে। এই বার্তাটি প্রচ্ছদে মূর্ত-বিমূর্ত ভাবনায় ফুটিয়ে তুলেছেন অধ্যাপক শিল্পী ড. রাকেশ জানা মহাশয়। শিল্পীরা সবসময় আশাবাদী হন, একটা আদর্শবোধ চিন্তাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই দৈনন্দিন জীবনে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়তো তাঁদের সত্ত্বাকে নাড়া দেয়। তবে বিপন্নতা ও বিষন্নতাই শেষ কথা হতে পারে না। জীবনীশক্তি, মুল্যবোধ, চেতনা শক্তি ও সৃজনীশক্তি উদ্ভাসিত করা এই পত্রিকার মুখ্য আবেদন। সর্বশেষ পাঠকের কাছে আবেদন পত্রিকা প্রকাশের মুদ্রণে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার চোখে দেখবেন।

ড. রাকেশ জানা, ড. রাজকুমার বেরা,
ড. অর্পিতা রাজ, প্রশান্ত কুমার ঘাঁটা।
**মেদিনীপুর সিটি কলেজ**
ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর

14.02.2023
Rakesh Jana 14.02.2023
Arpita Raj 14.02.2023
14.2.2023

# সূচিপত্র


| কবিতা | |
|---|---|
| Forsaken - Dr. Rajkumar Bera | ১ |
| The Suicide - Biswadev Rajbansi | ১ |
| দাম্পত্য জীবন - স্বপন হাজরা | ২ |
| রাষ্ট্রনেতা - সোমনাথ রানা | ২ |
| পদাতিক – অমর্ত্য পানি | ৩ |
| পালাবদল- সুতনু দাস | ৩ |
| ভ্রূণ- মৌমিতা দত্ত | ৩ |
| ও মানুষ তুমি বড্ড বোকা – শুভ হাজরা | ৪ |
| ম্যাগাজিন – ভবতোষ মাহাত | ৪ |
| মডার্ন নামতা - সৌভিক নন্দী এবং ভবতোষ মাহাত | ৫ |
| স্বপ্ন গেছে নিরুদ্দেশ – অন্বেষা রাণা | ৫ |
| জন্মান্তর- উৎপল দাস | ৬ |
| নারী তুই সত্যিই কি স্বাধীন ?- সৌভিক নন্দী | ৬ |
| কলেজের প্রতি - সৌভিক নন্দী | ৭ |
| হারিয়ে যাবো - মেঘনা চালক | ৭ |
| পেটুক বামুন - অম্বিকা তেওয়ারী | ৭ |
| নীল বিপ্লব - অভিষেক ধাড়া | ৭ |
| শালীন অশালীন - দেবাঞ্জন মুখার্জী | ৮ |
| রাত্রি - শান্তনু পাত্র | ৮ |
| **গল্প** | |
| THE LAST CALL – পঙ্কজ ঘোষ | ৯ |
| **প্রবন্ধ** | |
| Chadar Badar : An Endangered Santal Puppetry Show - Dr. Arpita Raj | ১৪ |
| পোস্ট সোসালাইজেশন (উত্তর-সামাজিকতা) - ড. রাকেশ জানা | ১৭ |
| Test Anxiety During Exam and the Process of Reducing It - Prasanta Kumar Ghata | ২২ |
| Naughty Dog's The Last of Us Part II: Juggling Ideas in a zombie-infested post-apocalyptic world - Abhishek Chakravorty | ২৪ |

| | |
|---|---|
| জল সংকট : আত্মহত্যার পূর্ব প্রস্তুতি - অভি কোলে | ৩০ |
| বর্তমান বিশ্ব - বিশ্বজিৎ মল্লিক | ৩২ |
| Natural Farming: A Livelihood way for Food Security - Pratonu Bandyopadhyay, shreyosi Roy, Sudip Bhatttacharya | ৩৫ |
| বয়:সন্ধিকাল - বীজেশ দাস | ৩৮ |
| আমি চোর নই - বিভাস জানা | ৩৯ |
| রসগোল্লা - অনুশ্রী পাত্র | ৪০ |
| 5G ইন্টারনেট পরিসেবা মানবজীবনে আশীর্বাদ না অভিশাপ - অরিজিৎ সামন্ত | ৪১ |
| বাবা- অরিজিৎচক্রবর্তী | ৪৪ |
| প্যাশান থেকে প্রফেশানে – অনুকূল প্রধান | ৪৫ |
| An Investigation - Ayan Dutta | ৪৬ |
| **চিত্র** | |
| আনিশা রহমান, অঙ্কনা ধর, ড. মনজিত পাল, মধুমন্তী শাসমল, অন্বেষা তপাদার, সঞ্জিৎ পাল, সাম্য মুখার্জী, প্রিয়া সাহানি, তিয়াসা রায়, প্রীতি রায়, পিয়ালী দে, মলয় সিংহ, শুভদীপ পাত্র। | ৪৭ - ৪৯ |
| **ফোটোগ্রাফি** | |
| আকাশ কেসোরিয়া, একতা কর, সুমন দে। | ৫০ |

## Forsaken

**Dr. Rajkumar Bera**
**Asst. Prof. of English Dept.**

Blow the Mind, not till the end
Fracture, with deepest condolence
Subdue the sardines of Unconscious
For anomalies, Jung can take aside.

Go, go, never out the voice sound
Friction-fraction balms the disturbed counts,
Still, claim for the humming, not to be graved with
Rebuffed, ransacked and re-consoled

Go, go, to the Lethe, not to the fullest
To toll back the soul to the best Life realised
Bitten heart croaked, never aspires beyond
Ruminating the low-vast shore of sensation
Gone... gone... gone, ever, never to be restored...

## The Suicide

**Biswadev Rajbansi**
**Asst. Prof. of English Dept.**

A bitch, with swollen stomach, halted.
She was looking for a secure shelter to breed.
She was driven out of homes, lanes and alleys.
Where would she go ?

She moved no more,
And waited for a moment on the National Highway 34.
Once she turned left and then right,
No stone could move her, nor shouts made her afraid,
Rather, she legged ahead.

Suddenly a truck knocked her down,
Another made her almost flat-
A last bark, her last impulse, could only be heard !
The oozing out blood mopped black pitch
And her scattered canines, incisors and eyeballs showed relief.

An unkindness of ravens
Slowly began to hover at entrails...

They were fast, swift and eccentric
To fill their
Ravenous appetite.

## দাম্পত্য জীবন

**স্বপন হাজরা, সহকারী অধ্যাপক,**
**বাংলা বিভাগ**

এম. এ পড়ো, বি. এ পড়ো,
কিংবা এসো এম. ফিল করে...
সব শিক্ষাই অসম্পূর্ণ ,
আসল শিক্ষা বিয়ের পরে।

বউই হলো বিবাহিতদের সংসারেতে শিক্ষাগুরু।
প্রথমেতে নবীন বরণ, তারপরে পড়া শুরু।

ভুলিয়ে দিয়ে আগের পড়া,
দিদিমণির দণ্ড কড়া।
এমন লেকচার দেবে ক্লাসে,
বুঝবে তুমি দু-তিন মাসে।
বাইরে যতই সাজো হিরো,
ঘরেতে তুমি আস্ত জিরো।
এই কশ্চেন হয়না ফিনিশ,
শিখতে হবে নানান জিনিস।

এই জীবনে ঘুরছে শুধু নানান দশা-মহাদশা
সুস্থ মন, বৃত্তে জীবন আছে অঙ্কে কষা।

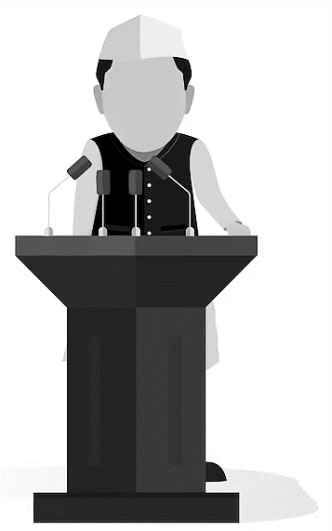

## রাষ্ট্রনেতা

**সোমনাথ রানা**
**সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ।**

অতীতে সকল করে গেছে খুব
নিষ্ঠুর অবহেলা,
বিদায় নিয়েছে সুখের পাখিরা,
ভাসিয়ে সুখের ভেলা,
কত দিন আর কত কাল বলো
মিথ্যাবাদী দল,
হিংসার বীজ বপন করবে
লাগিয়ে সকল বল।
চোখের জলে আর কতদিন
ভেজাবে মা আঁচল,
কবে ওরা সব ফিরে পাবে
ওদের পাপের ফল।
ভালোবাসা ওরা কখনো দিলনা
নিজের আপন জনে,
আপন কখনো ভাবতে পারেনি
তাদের আপন মনে।
বড় বড় বুলি মুখে বলে ওরা
কাজ করে বিপরীত।
নিজের মাকেই দূরে ফেলে রেখে
করেন জনহিত।

## পদাতিক

**অমর্ত্য পানি, সহকারী অধ্যাপক**
**ভূগোল বিভাগ**

সুকুমার রায় ছবি আঁকে আর লেখে
শামসুর জ্বালে কাব্যে তারার আলো,
রোদে জলে কত ফসল বর্ণমালায়
মিছিল পেয়েছি ভোরের বাংলা বলায়।
পদাবলী গানে বাংলা পৃথিবী ঘোরে
ভাটিয়ালী ভাসে বাংলার নদীপথে-
ফকিরালী স্রোতে ভোলাই শাহ বা লালন
গাবগুবাগুব বাংলা করেছে পালন।
অকালবোধনে দুর্গা বাংলা ফেরে
কৃত্তিবাসের রামায়ণী মেঠো পথে,
পীরের শিন্নি বাংলা স্বাদের সাথী
ফকিরি মাজারে বাংলা সাঁঝের বাতি।
হাসন রাজার গানের গ্রন্থি আকর
রামনিধি পারে টপ্পার ছায়া নামে,
আকাশের চিঠি বাংলা ভাষায় লেখা
শহিদুল্লাহ বাংলা শিবিরে শেখা।
বাংলা পরাগে যদুভট্টের আশন
রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলা গাইবে সুমন,
বাংলা চুমুকে রবীন্দ্রনাথ বিষাণ
স্পর্ধার ডাকে বাংলা একক নিশান।
বাংলা আমার ফাল্গুনে আঁকা চোখ
অপিনিহিতি বা অভিশ্রুতির দ্বারে
শব্দে সাজাই চতুরঙ্গের সেনা
বাংলা তোমাকে পদাতিক ভুলবে না।

**সুতনু দাস, গবেষক,**
**বাংলা বিভাগ**

গণতন্ত্র আজ ধনতন্ত্রে; রাষ্ট্রীয় এক ষড়যন্ত্রে,
উদ্ভাসিত উৎকণ্ঠায়... আত্মহত্যা করো না।
স্বপ্ন বেঁধে হৃদযন্ত্রে, গিটারে আর ক্যানভাসে।
মহাকাব্যিক এক বিপ্লবে, রাজপথে সামিয়ানা।

সুরে সুরে কবিতায়; রোমাঞ্চিত ভণিতায়
কর্ণকুহরে হামলা করে, প্রতিশ্রুতি শতাধিক।
অকল্পিত জ্যোৎস্নায়, কল্পিত ব্যবস্থায়
নিশান উড়িয়ে চলো, তুমি পদাতিক।

## ভ্রূণ

**মৌমিতা দত্ত**
**পুষ্টিবিদ্যা বিভাগ, স্নাতক**

ভ্রূণের মাঝে আছে যে শিশু,
কী তার পরিচয়?
কন্যা নাকি তার পরিচয়!
তাই হয়তো হতে হয় অন্যায়ের স্বীকার;
ঠিকানা পেতে হয় নর্দমা, ডাস্টবিন কিংবা
আবর্জনার স্তূপে।
জানতে চাই আমিও
আমি কী সত্যি আবর্জনা না জঞ্জাল?
উত্তর মিলবে সরলঅনুপাতে একেবারেই না,
তবে কেন পেতে হয়?
জঞ্জালের ভীড়ে নদীর অতল জলে স্থান!
মৃত্যুর অন্ধকারে কেন দিতে হয় প্রান বিসর্জন?
মাতৃজঠোরের অন্ধকার থেকে কেন দেখতে পাই না?
রামধনুর রঙে মাখা পৃথিবীর নানান রঙ!
আবারো মিলবে উত্তর জনসমাজের থেকে কন্যা তোমার পরিচয়।

## ও মানুষ তুমি বড্ড বোকা

**শুভ হাজরা**

ও মানুষ কিসের এত ঔদ্ধত্য
কিসের এত বড়াই?
নিজের বুদ্ধিকে লাগায় কাজে
করতে জরাজীর্ন প্রকৃতিকে সারাই।
অবলা জীবেদের শিকার করে
জাহির করছো নিজেদের কর্মক্ষমতা।

বিশ্ব গঠনকারী প্রকৃতিও আজ
তোমার কর্ম দেখে নিরব শ্রোতা।
ও মানুষ তুমি বড্ড বোকা।

তোমার আমার সবার দেহেই রক্ত লাল
তবে কেন বিচার করো জাত দেখে?
বিপদ আসলে পাশে দাঁড়ায়
মানুষ হয়ে মানুষের হাতে হাত রেখে।
পরিবেশকে বুঝতে হলে
পশুপাখিদের সাথে বলতে কথা,

মানুষ তোমায় হতে হবে
শান্তশিষ্ট ছোট্টো খোকা।
ও মানুষ তুমি বড্ড বোকা।

পরিবেশকে ধ্বংস করে
স্থাপন করছো নিজেদের আধিপত্য।
শাসন ক্ষমতা বোঝায় রাখতে
নিজেরা রক্তের খেলায় হছো মত্ত।
আগুন নিয়ে করছো খেলা
আর সেই আগুনেই খাছো ছ্যাঁকা।

একদিন সব ধ্বংস হবে
মানুষ তুমি বিশ্বে রইবে একা।
ও মানুষ তুমি সত্যিই বড্ড বোকা।

## ম্যাগাজিন

**ভবতোষ মাহাত**
**এম এল টি, স্নাতোকত্তর**

কলেজ ম্যাগাজিন হবে প্রকাশিত,
সেই জেনে আমার মন হলো বিকশিত।
কেউ লেখে প্রবন্ধ, কেউ বা লেখে গল্প,
আমি লিখছি কবিতা তাও খুবই অল্প অল্প।
বসে তাই ভাবতে থাকি রাশি রাশি কথা,
ছন্দ না মিললে মনে লাগছে বড় ব্যাথা।
লিখতে গিয়ে থেমে যায় কলমের নিব,
লিখি আর কাটি, মন করে ঢিপ ঢিপ।
লিখেও কিছু লিখতে পারলাম না এটাই আমার আপসোস,
আমি হলাম স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ভবতোষ।

## মডার্ন নামতা

**সৌভিক নন্দী এবং ভবতোষ মাহাত**
**এম এল টি, স্নাতোকত্তর**

এক এককে এক,
পিডিএফ খুলে দেখ।
দুই এককে দুই,
আমার ব্লাড প্রেসার মাপ তুই।
তিন এককে তিন,
ল্যাব ক্লাসের আজ দিন।
চার এককে চার,
ক্লাসের মধ্যে ফোন বাজলো কার?
পাঁচ এককে পাঁচ,
সেমিস্টার এর পড়া করে বাঁচ।
ছয় এককে ছয় ,
পরীক্ষা আর বেশি দেরী নয়।
সাত এককে সাত ,
ব্লাড টানবো দে তোর হাত।
আট এককে আট ,
চল সবাই কলেজ মাঠ।
নয় এককে নয় ,
সেমিস্টারের পরীক্ষায় ফেল করার ভয়।
দশ এককে দশ,
চাকরির পরীক্ষার জন্য অঙ্ক করতে বস।

## স্বপ্ন গেছে নিরুদ্দেশ

**অন্বেষা রাণা**

ধুলোবালি মাখা ক্লান্ত শরীরে,
আজও একা থাকি পথে দাঁড়িয়ে।

পাইনি আমি আজও সেই স্বপ্নের ঠিকানা,
নির্লজ্জ সেই স্বপ্নের গজিয়েছে ডানা।

উড়ে যাক সব স্বপ্নেরা, থাকুক ওরা একা ;
স্বপ্নের ও তো স্বপ্ন আছে বুঝিনি আমি সেটা।।

স্বপ্ন গেছে ফাঁকি দিয়ে, আমি আজ বড় একা,
এ সমাজে স্বপ্নের দাম তাদেরই থাকে যাদের আছে পাহাড় পাহাড় টাকা।

ধুলো মাখা ক্যানভাসে খুঁজেছি গভীর রাতে,
জানিনা হয়তো আর ধরা দেবেনা আমার হাতে।

উড়ে যাক সব স্বপ্নেরা, থাকুক ওরা একা ;
স্বপ্নেরও তো স্বপ্ন আছে বুঝিনি আমি সেটা।।

মেঘেদের ডক বাক্সে ও আমায় চিঠি দিয়েছে-
'আমি আবার আসব ফিরে,
তোমার জীবনের শেষ মিছিলে।

প্রাণ থাকতে দাম দিলনা আমায় , ওরা সত্যি খুব বোকা।
নতুন স্বপ্নের খোঁজে স্বপ্ন সমুদ্রে হারিয়ে গেছি যে একা।

উড়ে যাক সব স্বপ্নেরা, থাকুক ওরা একা ;
স্বপ্নের ও তো স্বপ্ন আছে বুঝিনি আমি সেটা।।

মনের সেই সাদা খাতায় আগে রঙ তুলির আঁকি বুকি থাকত কতো ,
সেই খাতায় এখন কাঁটা কম্পাসেরা করেছে ক্ষত বিক্ষত।

আজ আমি বড় হয়েছি, বুঝতে শিখলাম যেটা,
এ জীবনে পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন গুলোই ছিল বৃথা।

উড়ে যাক সব স্বপ্নেরা, থাকুক ওরা একা ;
স্বপ্নের ও তো স্বপ্ন আছে বুঝিনি আমি সেটা।।

## জন্মান্তর

**উৎপল দাস**
**গণিত বিভাগ, স্নাতকোত্তর**

শুধু চেয়ে থাকা বহু দূরে— বহুতল অপেক্ষার দিকে
শতাব্দী প্রাচীন স্থবিরতা; সিঁড়ি কিংবা সিংহদুয়ার নয়

দালান ও বারান্দা জুড়ে কাঁচা-পাকা রোদ্দুরে স্মৃতি
চৌকাঠ পেরিয়ে বাম পা রাখা প্রধান দরজা পর্যন্ত
নির্দিষ্ট ধারণা চোখের সামনে মিলতে থাকে

চৌকাঠের আগু-পিছু নিজের সংসার
ফেলা আসা শখের ফুল গাছের ঘ্রাণ ও
দু-একখানা মিষ্টি অভ্যাস আপন করে নেওয়া,
পরবর্তী পা ফেলার আগে আঙটের আওয়াজ
কর্নকুহর হতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত লেখা গদ্য,

চোখের সামনে ভেসে ওঠে
আমাদের গল্পের পেছনে
আরো একাধিক পরজন্মের ছবি
তোমার দুধে আলতা পায়ের ছাপে আঁকা...

## নারী তুই সত্যিই কি স্বাধীন ?

**সৌভিক নন্দী**
**এম এল টি, স্নাতকোত্তর**

নারী তুই আজ সত্যি স্বাধীন কিনা বল?

কন্যা রূপে জন্মানোর পর আজও সমাজ তোকে অবহেলায় দেখে।

খুব আশা, ইচ্ছাশক্তির ভরে তুই এসেছিলি মাতৃগর্ভে,

ভেবেছিলি মাথা উঁচু করে বাঁচবি এই পৃথিবীর বুকে।

বাল্য তোর কেটে গেলো অস্পৃশ্য, প্রতিবন্ধকতাময় পিতৃ ঘেরাটোপে বাধা,

পরাধীনময় জীবনে নারী তোর মনে হয়েছে কন্যা রূপে জন্মানোটাই হয়তো বিপাকের।

আঠারোর গণ্ডি পেরোলি তুই যখন হয়লি বাড়ির বোঝা,

বয়সের বাহানায় সমাজ তোকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারলেই হয়তো তারা ভাবে চাপমুক্ত।

যৌবন বয়সটাই তোর কাটলো স্বামীর সাহচর্যে

নারী তোর সেই পুরানো বদ্ধজীবন ফিরলো পরম আশ্চর্যে।

সন্তান জন্ম দিয়ে লালন পালন করে ভাবলি এবার বুঝি আমি স্বাধীন,

কিন্তু নারী তোর বৃদ্ধ বয়সেও হলো না ছেলের বাড়িতে ঠাঁই।

নারী তুই তোর পুরো জীবন কাটিয়ে দিলি দাসত্বের মায়াজালে।

সৃষ্টিকর্তার লীলা তোর জীবনটাও রচিত করেছে পরাধীন কষ্টের বেড়াজালে।

নারী তুই সত্যিই আজ স্বাধীন কি না বল?

## কলেজের প্রতি

**সৌভিক নন্দী**
**এম এল টি, স্নাতকোত্তর**

কলেজ তোমার প্রতি কেন
আমার এত ভালোবাসা,
জ্ঞানের মোড়কে তুমি ছাত্রযুবদের
মন মস্তিষ্ককে ভরিয়ে চলেছ আশায়।
অশিক্ষিতের যন্ত্রণা দূর করে ছাত্র ছাত্রীদের
কাছে করেছ জ্ঞান আহরনের মশাল,
জন্মের কয়েক বছর পর শিক্ষার্থীদের
মনে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত করেছো শিক্ষার অগ্রগতির জাল।
আকাশে তারার ন্যায় শিক্ষার আঙ্গীনায় ছাড়িয়েছো নিজেকে,
প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী থেকে স্বদেশ চিনেছে নবরূপে।
আধুনিকতায় তুমি হয়েছ শিক্ষার জন্য সহজলভ্য
নিত্যনতুন আধুনিকতায় পূর্ণ ,
কলেজ তুমি আজ সত্যিই আশ্চর্য।।

## হারিয়ে যাবো

**মেঘনা চালক**
**বাংলা বিভাগ, স্নাতকোত্তর**

হারিয়ে যাবো তোমার সাথে
ওই নীল সীমানায়,
হারিয়ে যাবো বৃষ্টি ভেজা
শহর গলিতে,
হারিয়ে যাবো আমরা দুজন
রাধা মোহনের হোলিতে।
হারিয়ে যাবো তোমার সাথে
রাতের ঐ চন্দ্রিমাতে,
যেমন করে অলিরা হারায়
ফুলের ঐ মধুতে।

## পেটুক বামুন

**অম্বিকা তেওয়ারী**
**বাংলা বিভাগ, স্নাতকোত্তর**

কলার পাতে পড়লো বেগুন
বামুন হল রেগেই আগুন।
পড়লো পাতে ছোলার ডাল,
বামুন নাচে তালে তাল।
পড়লো পাতে রসের গোল্লা,
বামুন শুরু করে হৈ-হল্লা।
পড়লো পাতে সন্দেশ,
বামুন বলে আহা বেশ বেশ বেশ।
পড়লো পাতে মিহিদানা
বামুন বলে আর দিওনা, আর দিওনা।
পড়লো পাতে দই
বামুন নাচে তাতা থৈ থৈ।
পড়লো হাতে সিকি
বামুন চলে নাচিয়ে টিকি।

## নীল বিপ্লব

**অভিষেক ধাড়া**
**মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, স্নাতকোত্তর**

বিপ্লব-বিপ্লব-বিপ্লব-নীল বিপ্লব
জলই যে জীবন এতো আমরা সবাই জানি,
কিন্তু এই জলেই ঘটছে বিপ্লব তাহাই নীল বিপ্লব।

মাছ , চিংড়ি তো কোন ছাড় ,
ঘটছে জলজ উদ্ভিদের ও দ্রুত বৃদ্ধি।
প্রণোদিত প্রজনন, স্থিতিশীল উন্নয়ন
মেটাছে বাজারের পুষ্টির ঝুড়ি।

অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক দুই প্রকার মৎস্য চাষ
হচ্ছে সমান ভাবে আমার দেশে চাষ।
মেটাচ্ছে বেকারত্ত, বাড়ছে কর্মসংস্থান,
ফল বিপ্লবের জয় জয় কার।
দেশের মাছ যাচ্ছে বিদেশে,

বাড়ছে দেশের মোট আয় বৃদ্ধি।
তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন মৎস্য চাষ প্রকল্প,
সমাধান হচ্ছে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান।
লাভের মুখ দেখছে চাষিরা,
সুখী থাকছে তাদের পরিবার।

## শালীন অশালীন

**দেবাঞ্জন মুখার্জী**
**বাংলা বিভাগ, স্নাতক**

কত কোলাহল হলো
স্তব্ধ হবো
এবার আমাকে নিঃশব্দ দাও।

পাশে এনে বুঝিয়েছিলে
কোন রূপের আখরে প্রেম লিখতে হয়।
মুহূর্ত বদলে ফেলে মুহূর্তকে।

কোলাহল মুখর অস্পষ্ট পাশবিকতা
পলে পলে আখরে আখরে
ভেঙে ফেলে নিজেকে
হয়তো শুধু তোমারি জন্য।

আমি নিঃশব্দ চাই
নিয়ে চলো
ফাগুন হাওয়া মাখানো
ঝরে পড়া কোন ফুলের পাশে।

## রাত্রি

**শান্তনু পাত্র**
**বি এম এল টি**

অস্তগামী সূর্যের বিদায় তুমি,
নক্ষত্রদের দৃশমান্যতা তুমি।
পাখিদের কলরবের স্তব্ধ তুমি,
শ্রমিকের ক্লান্ততার অবসন্নতা তুমি।
তুমি রাত, তুমি মায়াবিনী।

জ্যোৎস্না মাখা নিরালা তুমি,
ব্যর্থ প্রেমিদের উল্লাস তুমি।
পৃথিবী বাসির নিশ্বাস তুমি,
দিগন্তের প্রান্ত তুমি।
তুমি রাত, তুমি মায়াবীনী।

নিশাচরীদের বন্ধু তুমি,
উদিত রবির অপেক্ষা তুমি।
সান্ত্বনা জাগানো প্রেরণা তুমি,
ভালোবাসার সৃষ্টি তুমি।

তুমি নিস্তব্ধ , নিদ্রিত,
তোমারই সৃষ্টি জীবনমুখী।
পথ চলার বাধা,
তুমি সুন্দর, তুমি নিষ্পাপ।

# THE LAST CALL

**পঙ্কজ ঘোষ**

**প্রাণীবিদ্যা, স্নাতক**

আমি স্বর্ণালী মজুমদার; থাকি কলকাতার এক ছোট্ট কলোনিতে, নাম অশোক নগর। কলোনি এর ৭নম্বর বাড়িটা আমাদের। জার্নালিজমে মাস্টার্স করছি। বাড়িতে বাবা মা আর আমি তিন জন। সেদিন রাত ১১ টা বা ১১.৩০ মতো হবে তারিখ টা ঠিক মনে নেই। আকাশে অর্ধচন্দ্র দেখা যাচ্ছে, কিছু দিন আগে পূর্ণিমা গেল।আমি নিজের বিছানায় পড়ছিলাম। হটাৎ অজানা নম্বর এ একটা কল আসে। ৪-৫ টা রিং এর পর আমি ফোন টা ধরলাম ," হেলো কে" ? ফোনের ওদিকে গলার স্বরে চিনলাম, বছর 24-25 এর এক যুবক। বলল, "আরে আমাকে চিনবেন না; আমি রং নম্বরে এই কল টা করেছি আপনি ও আমাকে চেনেন না আর আমি আপনাকে চিনি না ।" কিছুক্ষন চুপ থাকার পর স্বরটা চেনা মনে হলো। বললাম "কে প্রণব তো ? " ওপার থেকে হেসে উত্তর এলো, "এত তাড়াতাড়ি চিনতে পেরে গেলি দেখছি তোর সঙ্গে তো মজা ও করা যাবে না। হোক দিয়ে কেমন আছিস বল।" বললাম, "ভালো, আর তুই আমি ও এই সমাজের দর্পণ হিসাবে নিজের কর্তব্য করেই যাচ্ছি।" কথা বলতে বলতে, একটু মৃদু হেসে বলল, "ক্ষমা করবেন আমি মিথ্যা বলেছি; আমি প্রণব না আমি সঞ্জীব ঘুই আমি আগেই বলেছি রং নম্বর এ কলটা করেছি। অবাক হয়ে বললাম, "তাহলে কল করেছেন কেন চিনেন না যদি"। ওদিক থেকে বলল আরে প্রত্যেক পরিচিত ব্যাক্তি চেনার আগে অপরিচিত থাকে, হয়ে যাবে চেনা পরিচয়,সবাই সময়ের স্রোতে ভাসে হয়তো, সেই স্রোত আমাদের একি কূলে লাগিয়ে দিবে। কথা টা আমার কিছু পুরনো কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বাড়ি কোথায় আপনার" বলল বর্ধমান। জার্নালিজম নিয়ে পড়ছিয়ামার একটু আবেগ হলো জানার যে এই ধরনের লোকেদের মতলব টা কি। আমি ওর সম্পর্কে জানতে শুরু করি। এই ভাবে একটু চেনা পরিচয় করে কলটা রেখে দেই। আর ওর সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ এ ও কথা শুরু হয়। প্রথম মেসেজ টা ওর থেকেই আসে বা, তারপর কিছু দিন কথা বলার পর আমাদের মোটামুটি একটা ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায়।কিছু দিন পর বিকালে বেলাটাই আমি কলেজে থেকে ফিরে একটু ফ্রেশ হয়ে বিছানায় বসেছি দেখলাম আবার কল করেছে ওই লোকটা। আমি কলটা তুললাম "হেলো", ওদিক থেকে "আমি আবারও মিথ্যা বলেছি আমার নাম সঞ্জীব না আর আমার বাড়ি বর্ধমানও না"। আমি তো আবারও অবাক। আমি বললাম

"তাহলে কে আপনি"। ওদিক থেকে "আমি রাজেশ সরকার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর"। আমি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "মিথ্যা বলার কারণ শুনি"। ওদিক থেকে বলল "আমি তো রং নম্বরএ কল টা করেছিলাম তাই কে কি বলবে বলে মিথ্যা বলেছিলাম তার জন্য extremely sorry"। আমি বললাম "ঠিক আছে আর কি কিছু মিথ্যা বলেছ" বলল 'না এই টুকু বাকি সব ঠিক'। তার পর সেই আগের মতো কথা হতে থাকে হটাৎ একদিন হোয়াটসঅ্যাপ এ দেখে মনে হলো রাজেশ আমাকে ব্লক করে দিয়েছে। হটাৎ একজন ব্লক করে দিয়েছে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি কারণ জানার জন্য কল করলাম ওকে দেখলাম সুইচ অফ বলছে ।আমি ভাবলাম হয়তো কিছু অসুবিধা হয়েছে হয়তো ওর। কিছুদিন পর আমি সন্ধ্যায় বাজার থেকে এসে টিভি তে সব দিনের মত খবর চালালাম ২-৩ টা খবর এর পর দেখি বর্ধমান এর সঞ্জীব ঘুঈ খুন। ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গেছে একটা বট গাছে ,আর খুনি কে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। অমি তো অবাক হয়ে ভাবলাম মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন। তারপর রাতের খাবার টা খেয়ে ঘুমিয়ে যাই। তার কিছুদিন পরে আবারও টিভি তে দেখি রাজেশ সরকার ও খুন। এখানে ও সেই একি ভাবে ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গেছে ,খুনি কে জানা যায়নি। খবর টা দেখে আমার পায়ের নীচে থেকে মাটি যেনো সরে গেলো।

কিছু দিন যায় আমি আবার নিজের মতো থাকতে থাকি। তারপর একদিন বাড়িতে মা বাব কেউ নেই গেছে মাসি বাড়ি। আমার বাড়ি থেকে ২-২.৩০ ঘণ্টার রাস্তা। আমি বাড়িতে বসে একা টিভি দেখছি কিছুক্ষন পর এই সাড়ে সাত্তার দিকে খিদা পেলো আমার। কিচেনে ঢুকে ফ্রিজ খুলে দেখলাম সেরকম কিছু নেই খাবার। আমি zomato তে order দেই। এই আধঘন্টা পর কলিং বেল টা বেজে উঠলো আমি দরজা টা খুললাম দেখলাম zomato boy বলল "ম্যাম আপনার পার্সেলটা ম্যাম একটু জল হবে" খেতে চায় ডেলিভারি বয়টা। আমি জল আনতে যাই কিচেনে। ফ্রিজ থেকে জল টা নিয়ে এসে দেখি লোকটার হাতে একটা ছুরি আর একহাতে একটা লম্বা দড়ি নিয়ে একদম আমার সামনে। আমি বললাম এটা কি করছেন। লোকটা ভারী গলায় বলল "চুপ চাপ বসে পড়ুন চেয়ার এ"। কাছে থাকা একটা চেয়ার এ বসলাম। লোকটা একটু ভারী গলায় হেসে বলল "একটা গল্পঃ শুনেছি শুনুন" কলকাতার এক কলেজ এ একটা ছেলে পড়ত তার ছেলেটা পড়াশুনায় মোটামুটি ভালো। একটা প্রেমিকা ছিল তার কাছের women college এ। খুব ভালবাসতো ছেলেটা ওই মেয়েটাকে। আর ওই ছেলে টা থাকতো হোস্টেল এ। কিছুদিন পর হটাৎ ছেলেটির ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায় তার ঘরে। কিছুদিন পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে ছেলেটির সঙ্গে তার

প্রেমিকার নাকি ঝগড়া হয়েছিল আর সম্পর্কটাও নাকি শেষ হয়ে যায় ওদের, আর সিনিয়র এর রাগিং এই দুটি মানসিক চাপ এর কারণে গলায় ফাঁসি নিয়ে নেয় ছেলেটা। ছেলে টির নাম ছিল অভিজিৎ রায় আর আমি ওর দাদা "শুভজিৎ রায়"। এই শুনে আমার হৃদ স্পন্দন ১৫০ এর কাছাকাছি। আমি বলতে থাকি "আমার কোনো দোষ নেই আমি জানতাম না এরকম কিছু ঘটবে আমাকে ছেড়ে দিন"। এই শুনে লোকটি বলে "সবই ভাগের চক্র ম্যাম" এই বলে আমাকে ছুরি নিয়ে মারতে আসে। আমি চেয়ার থেকে উঠে কাছের টেবিলে থাকা ফল কাটা ছুরি টা নিয়ে ঢুকিয়া দেই ওর বুকে। লোকটা পড়ে যায় মেঝেতে, আমি আরো বার কয়েক ছুরিটা মারি ওর বুকে আর মেরে ফেলি লোকটাকে। কিছু দিন আমাকে জেল এ থাকতে হয়। আর শেষ পর্যন্ত বা আত্মরক্ষা আইন অনুযায়ী আমি অবশ্য নির্দোষ প্রমাণিত হয়ই। আমি বাড়ি ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবন বাঁচাতে শুরু করি। ৬ মাস হয়ে যায় এক দিন, আমার ফোনে একটা কল আসে আর বলে "নমস্কার আমি শুভজিৎ রায়"।

আচ্ছা তারপর কি হোলো,জিগস করলেন ডিটেকটিভ Y। স্বর্ণালী কাছের টেবিলে রাখা জলের গ্লাস তুলে একটু খেয়ে বললো, "তারপর আমি নিউজ দেখে জানতে পারি আমি যেই লোকটাকে খুন করেছি সেটা শুভঙ্কর সেন বলে একটা যুবক। হমম সবটাই বুঝলাম এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন। স্বর্ণালী বলল ,এখন আপনি শুধু ওই লোকটা কে আর, কেনোই বা আমাকে মারতে আসছিল আর ও এত সব জানলো কি করে। ডিটেকটিভ Y একটু ভেবে বলল আচ্ছা বেশ অনাপার কাজ হয়ে যাবে,কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আসছে। ওই লোকটা যে গল্পটা বলেছিল ঐটা কি সত্যি ? যে আপনার অভিজিৎ রায় এর সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল আর অভিজিৎ আত্মহত্যা করার কদিন আগে আপনা দের মাঝে কোনো ঝগড়া হয়েছিল ? স্বর্ণালী বলে হুঁ। Mr.Y বললেন আচ্ছা ঝগড়ার কারণটা জানতে পারি ? স্বর্ণালী একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে সেরকম কোনো কারণ ছিল না। আচ্ছা বেশ এখন আমি দেখছি কতটা কি করা যায়,আপনি এখন আস্তে পারেন Mr.Y বললেন।তারপর Mr.Y নিজের কাজে লেগে পড়ে। প্রথম সে শুভঙ্কর এর বাড়ি থেকে শুরু করে জানতে পারে সে একজন ভালো মেধাবী ছাত্র ছিল। তার পর তিনি শুভঙ্কর এর কলেজ ফ্রেন্ড এর থেকে জানতে পারে শুভঙ্কর একজন ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে গেছিল আর ড্রাগ কেনার টাকার জন্য চুরি টুরি করেছিল। এখন Mr.Y ছেলেটার কলার ছেড়ে ভাবতে লাগলো তাহলে কি ওই ছেলেটা টাকার জন্যই খুনটা করেছে ?

এরপর তিনি আরো কিছু তথ্য থেকে জানতে পারে শুভঙ্কর সেন কে, কয়েক লাখ টাকা দিয়ে খুন করতে বলা হয় আর এর সঙ্গে ওই গল্পটা ও বলতে বলা হয়। এরই মাঝে ঘটে গেছে এক ঘটনা।

স্বর্ণালীর কাছে একটা কল আসে নম্বর টা অজানা কল তুলে স্বর্ণালী, "হেলো কে ? ওদিক থেকে একটা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, "আমি জানতাম এরকম কিছু একটা ঘটবে, বলেছিলাম তোকে কিছু করিস না। এই বলে ফোন টা কেটে দেয় বা কোনো কারণে কেটে যায়। স্বর্ণালী আবারও ভাবনার সাগরে ডুব দিয়েছে, কে ওই লোকটা? কণ্ঠ টা চেনা চেনা লাগছে আমি কি লোকটাকে চিনি? আর লোকটা কি বলতে চাইছে কি বলেছিল আমায়?

তারপর কিছু দিন যায়,আর এদিকে ডিটেকটিভ Y খুঁজছেন শুভজিৎ রায়কে। একদিন তার বাড়িতে ও যায়, ওখানে ঢুকে দেখে বাড়িতে দারোয়ান ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার সাহেব বাড়িতে আছেন, জিজ্ঞাসা করলেন দারোয়ান কে ? শাবজী তো কুছ মাহিনে সে বাহার গিয়া হে। Mr.Y কিছু একটা ভেবে বললো,ও ঠিক আছে তাহলে । লেকিন আপ কোন দারোয়ান বলল । আমি ওনার ব্যাংক এর ম্যানেজার। এমনি তেই Mr.Y এর বয়স ৫৫-৬০ হবে ,একটু লম্বা ফর্সা চেহারা তাই দারোয়ান এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে সাহেব আমি শাবজি এলে বলে দিবো কি আপ আয়ে থে।

স্বর্ণালী একদিন খবর দেখে জানতে পারে প্রণব খুন। প্রণব ছিল স্বর্ণালীর কলেজ এর বন্ধু, ছেলেটা স্বর্ণালী কে ভালোবাসতো কিন্তু স্বর্ণালী কোনো দিন পাত্তা দেয়নি।এখন ওর কাছে সব পরিষ্কার হয় যেতে থাকে ওই দিন প্রণব কল টা করেছিল। স্বর্ণালী সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার থেকে গাড়ির চাবিটা বার করে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে যায় Mr.Y এর কাছে । ও বলে কি করছেন কি আপনি আবারও একজন খুন ।আমি চেষ্টা যথাযথ করছি ,বললেন Mr.Y। দেখছি আমাকেই কিছু একটা করতে হবে এই বলে স্বর্ণালী চলে যায় সেখান থেকে।

কিছুদিন পর স্বর্ণালী বাড়িতে একা বসে টিভি দেখছে , হটাৎ বাড়ির বেলটা বেজে উঠলো। স্বর্ণালী দরজা খুলে দেখে মাস্ক পরা একজন লোক,লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে ক্লোরোফর্ম টা বার করে স্বর্ণালীর মুখে। যতক্ষণে স্বর্ণালীর জ্ঞান ফিরে ও একটা চেয়ার এ বাঁধা। লোকটা বলে নমস্কার আমি শুভজিৎ রায়। স্বর্ণালী কিছু একটা তো বলতে চাইছে কিন্তু মুখ বাঁধা থকার জন্য

বলতে পারছে না। শুভজিৎ পকেট থেকে রিভলবার টা বার করে স্বর্ণালীর মাথায় ঠেকায়।ঠিক সেই মহুর্তে হাজির Mr.Y, বন্ধুক টা ফেলে দাও শুভজিৎ। সঙ্গে সঙ্গে শুভজিৎ বন্ধুক টা ঘুরিয়া চালবে কি একটা গুলির শব্দ Mr.Y মেরে ফেলেছেন শুভজিৎ কে। আর এর মধ্যেই একটা হাসি শব্দ খুব জোরে, হেসে স্বর্ণালী বললো, "আচ্ছা Mr.Y আপনি কোনো দিন পারফেক্ট মার্ডার দেখেছেন। দেখে নিন লোকটাকে আমি আমার ফাঁদে ফেলি নিজেকে মারার জন্য ঠিকানা ও দিয়ে দেই। আর আপনি ও ঠিক সময় এসে লোকটাকে মেরে ফেললেন এখানে সাপ ও মরল লাঠি ও ভাঙলো না। এই শুনে Mr.Y হেসে বলল আমি সবটাই জানি ,যে আপনার সঙ্গে অভিজিৎ এর কিছু অন্তরঙ্গ দৃশ্য ভিডিও রেকর্ড করে ব্ল্যাকমেল করে আপনাকে। আপনি তারপরই ঠিক ছোক কসে ফেলেন কিভবে মারবেন অভিজিৎ কে, এখানে আপনি বেছে নিন আপনাকে যে ভালোবাসে প্রণব। প্রণব কে একটু রাজি করতে কষ্ট হয় কিন্তু শেষ অবধি মেনে যায় সে। তারপর আপনি সময় ঠিক করে প্রণব এর হাতে মেরে ঝুলিয়ে দিতে বলেন ফ্যানটাতে,যাতে বেপার টা আত্মহত্যা মনে হয়। আর কোনো কারণে পুলিশ জানলে খুন ,সেখানে তো খুন টা প্রণব করেছে। ভালো প্ল্যান করেছিলেন কিন্তু কেউ জানতেই পারেনি যে সেটা মার্ডার ছিল। পুরোটা শুনে স্বর্ণালী ড্রয়ার থেকে বন্ধুক টা বার করতে যায়, Mr.Y এর গান থেকে ২ টা বুলেট এপার সেপার হয়ে যায় স্বর্ণালীর।

তারপর Mr.Y ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর dna পরিষ্কার করে। তারপর পকেট থেকে ফোন টা বার করে একটা কল করে বলে, "কাজ হয়ে গেছে। আর পকেট থেকে একটা ডাইরি বার করে একটা লাইন লিখে "happy birthday Rajesh "।।

# *Chadar Badar* : An Endangered Santal Puppetry Show

**Dr. Arpita Raj**

**Asst. Prof. of English Dept.**

The social existence of Santal has always been expressed through the performances. The Santals are cognizant of their indigeneity. They express their identity, their 'being', their existence through their rituals and performances. Performance theorist, Richard Schener has accurately given the description of 'performance' through four steps. They are-

Being- It signifies the consciousness about the existence of someone or something. The people of Santal community are real, active and proudly exhibit their convention and culture. The artists present their indigenous being through their songs.

Being doing- The artist's 'doing' is their reality. They are also equally significant to keep up their ethnicity alive. They represent their ethnicity through their existence.

Showing doing- It signifies the action of artists and the reaction of puppets. This showing doing is nothing else but the performance of the artists and musicians. 'Showing doing' emphasises the importance of indigenous identity of Santal which get reflected through the art and artisans.
Explaining showing doing- This stage encourages us to study and research about *Chadar Badar.*

Comprehension of the rare authentic Santal puppetry leads us to understand the expression of indigeneity as performance and performance as an expression of indigeneity. The puppeteers like Daman Murmu from and SomMurmu from West Bengal are trying to pass on this indigenous art to next generation and artisans are doing their best to preserve this art from getting obsolete.

To Santal people performances are called 'art'. The artists perform artistic performances. Earlier they were invited to perform and entertain at the marriage ceremonies or at festivals in rural side. Some of the artists performed it for their earning and livelihood. Earlier *Chadar Badar* puppetry always played a pivotal role in reviving traditional entertainment. The sound and rhythm of traditional Santal music like *'Baje Banam'*,

'*Lagara'*, '*Tirenya'* or flute and the '*Tunda'* or '*Madol'* created an enchanting atmosphere earlier. The artists narrated their stories from ancient Santali culture by using words and verse and the experienced singer made the puppets do the correct gesture to create a proper atmosphere of *Chadar Badar*. Duration of the performance generally depends on the interest of the spectators. The puppets look animated in presence of music and musical instruments. Performance truly signifies the authenticity of Santali culture. Santls sing and tell the stories of the legends through the puppetry, *Chadar Badar*. Santals, the *'adivasi'* of India had been evicted from their own land by the selfish *Zaminders.* They fought against British Colonization to have their right and exact inhabitance. They never forget the sacrifice of their heroes like Sidho-Kanho. Their life force, ego and awareness of culture work as a 'sub-text' of their performance. The puppeteers are emotionally attached to their puppets. They are often personified and treated like their own children. Out of love and affection they create them, enliven them and present them before the audience through the authentic puppetry show, *Chadar Badar*. Earlier the puppeteers performed it before *Zaminder* on a particular date of festivals were also awarded hugely in both cash and kind due to the lively performance of such indigenous art. Such an enriched colourful puppetry show is now endangered. Even very few Santal people also show interest to this endangered art and artisan. The artisans of *Chadar Badar* perform their tradition, culture and their identity and present their indigenousness through the performances.

In a Santal society folk performance like *Chadar Badar* work as a socio –cultural force which is the source of life activities in their life. The folk art or performance of any community helps to preserve the age-old tradition, and ritual of society. All the festivals, songs, tradition, belief and superstition in a Santal society are surviving orally through folk performances. In most cases the authorship of the song is anonymous. Sometimes they are the literary product of a single person or of a community. They reflect the primitivism of Santal life. songs oozing out spontaneously from the mind of Santal performers depict their enriched culturallife. *Chadar Badar* very evidently depicts socio-cultural background of the Santal society. As a socio-historical art, the puppetry, *Chadar Badar* constitutes an essential and valuable social document. The indigenous Santal performance manifests the spirit and character like any other folk art. The ethnic people like Santal sing while performing the puppetry which represents the social customs, religious beliefs, ritualistic pattern, ceremonial rites, heredity, cults and culture. The artisans beautifully present the socio-religious rituals, ceremonies, pain, suffering of

everyday life. The content of the song of puppetry sung by the male singers only is very much related with their conventional customs, ritualistic behaviour and their simple philosophy of life. They can best be understood while watching the live performance of *Chadar Badar* which is almost on the verge of extinct presently.

**References**

Naik Meena, *A Handbook of Puppetry*. New Delhi: National Book Trust, India. 2003. Print.

Oraon, Martin. *The Santals; A Tribe in Search of a Great Tradition.* Detroit: Wayne State University Press. 1965. Print.

Schechner, Richard. *Performnce Studies: An Introduction.* New York: Routledge.2013. Print.

# পোস্ট সোসালাইজেশন (উত্তর-সামাজিকতা)

**ড. রাকেশ জানা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।**

যৌথ সমাজ ব্যবস্থা অনেক দিন হলো ভেঙে পড়েছে। বিদায় নিয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ। আমাদের জীবন থেকে মানবিক সূক্ষ্ম অনুভূতিও অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। বিশ্বায়নের স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা বিশ্বজয়ের অলীক স্বপ্নে বিভোর। এদিকে নিজেদের ঘর যে স্রোতে ভেসে যেতে চলেছে, নিরাশ্রয় হতে চলেছি আমরা, সেদিকে কারোরই দৃষ্টি নেই। পূর্বের যৌথ সমাজ ব্যবস্থার অনেক ভালো দিক ছিল। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকত গোটা পরিবার। ভালো-মন্দ সব কিছুরই দায়দায়িত্ব থাকত পরিবারের কর্তার হাতে। বাকি সব সদস্যরা তাঁর নির্দেশানুযায়ী চলতেন। এর ফলে প্রত্যেকটি পরিবারেই নির্দিষ্ট নিয়মনীতি বা শৃঙ্খলা ভাব বজায় থাকত। আচার-আচরণ, ব্যবহার বিধি, মান্যমানতার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকত। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সবার আয়ের পরিমাণ সমান না থাকলেও বিচক্ষণ বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তার সংসারে তেমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হতো না। সাংসারিক সুখ-শান্তিও খুব একটা বিঘ্নিত হতো না। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী সব কিছুই বদলায়। মানুষের মানসিকতাও তার ব্যতিক্রম নয়। সাধারণত একটা পরিবারে শান্তি বজায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ সব সদস্যের মানসিকতা মোটামুটি একই থাকে। শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় তখনই, যখন পরিবারে অন্য একটি পরিবারের সদস্য এসে সংযুক্ত হন। দুটো আলাদা পরিবারের মানসিকতা এক না-ও হতে পারে। না হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বলি দিতে হয়। 'কিছু পেলে কিছু দিয়ে দিতে হয়। তা নইলে পৃথিবীটা চলতে চলতে একদিন চলবে না'। এই দেওয়ার মাঝে একটা অনাবিল আনন্দ থাকে, তৃপ্তি থাকে, থাকে একটা স্বর্গীয় অনুভূতি। যে কোনো দিন কাউকে কোনো কিছু দেয়নি, নিয়েছে শুধুই সে স্বর্গীয় সুখের মর্যাদা সে কী করে বুঝবে? বুঝতে গেলে যে অনুভূতির প্রয়োজন, সেই সূক্ষ্মানুভূতি আজ কোথায়? একান্তভাবে নিজের পরিবারের সদস্যদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে গিয়ে আমরা শামুকের মতো নিজেদের কেবল গুটিয়ে নিয়েছি। সরে এসেছি যৌথ পরিবারের কলকোলাহল থেকে, নীরব-নিভৃত কোণে। ফলস্বরূপ অনিবার্যভাবেই আমরা অনেকটাই স্বার্থপর হয়ে পড়েছি। মনটাও ক্রমশঃ ছোট হয়ে পড়ছে। আগে যৌথ পরিবারের সব সদস্যের ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে পড়াশোনা-খেলাধুলা করতো, একই খাবার ভাগাভাগি করে খেতো; যার ফলে শঠতা, নিচতা, স্বার্থপরতা এসে বাসা বাঁধতে পারতো না। কিন্তু অনুপরিবারে এই অবস্থার একান্তই অভাব লক্ষ্য করা যায়। আর আমাদের সন্তানেরা আমাদেরই দেখে শিখেছে, কীভাবে ক্ষুদ্রতর স্বার্থের খাতিরে বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে হয়; কিছু না দিয়েই কীভাবে সব কিছুই গুছিয়ে নিতে হয়। প্রেয় ও শ্রেয়বোধের দ্বন্দ্ব এখানে সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত। এই সমাজই কী আমরা চেয়েছি? একটা দুই মিনিটের নির্বাক সিনেমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে – এই সিনেমায় দেখানো হয়েছে একটা লিফটকে, যেখানে কিছুজন লোক প্রবেশ করেছে। সবাই গন্তব্য স্থলে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে। ঠিক লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার আগে হালআমলের এক তরুণ সেই লিফটে তড়িঘড়ি প্রবেশ করে দেখলো; লিফট ওভারলোড। একজন বাইরে না বেরোলে লিফট চলবে না। সবাই দেখছে ছেলেটার দিকে কিন্তু ছেলেটার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আসলে সেও সব কিছুই আড়চোখে দেখছে; কিন্তু বোঝাচ্ছে আমি তো বেরাব না। এইরকম বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর অবশেষে একজন 'দিব্যাঙ্গ' মহিলা হাস্যমুখে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সিনেমার শেষ মুহূর্ত এটি; আসলে এখানে দেখানো হল সমাজ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক যে মানুষের মানসিকতায় বিকলাঙ্গতা প্রবেশ করেছে।

ছেলেবেলায় আমাদের চাহিদা ছিল যৎকিঞ্চিৎ। যা পেতাম তাতেই সন্তুষ্টি ছিল। অন্তত সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করতাম। বড়দের যেমন ভয় করতাম শত হস্তের তফাতেই থাকার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তাই বলে শ্রদ্ধা-ভক্তির কোনো অভাব ছিল না। হয়তো আমাদের অবচেতন মনে বড়দের কাছ থেকে বিশেষ করে বাবা, মা, দাদা, দিদা বা গুরুজনদের স্নেহ-মায়া-মমতা বা আদর-যত্নের অভাববোধ থেকেই জন্ম নিয়েছিল নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-আদর এবং পক্ষান্তরে প্রশ্রয়ের মানসিকতার। এর ফল হয়েছে কিন্তু বিষময়। শিব গড়তে গিয়ে নিজেদের অজান্তে আমরা বাঁদর গড়ে ফেলেছি। আমাদের ছেলেমেয়েদের বেলাতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা তার আগেই চাহিদা পূরণ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের কাছে প্রাপ্ত জিনিসের মূল্য কমে গেছে এবং অচিরেই তা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। এরপর ক্রমশঃ দাতাও তার কাছে মূল্য হারাচ্ছে। যার পরিণতিতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নৈকট্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে একটু একটু করে এক অদৃশ্য দূরত্বের প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে। ফলস্বরূপ বার্ধক্যজনিত একাকিত্ব ও অসহায়তা; এভাবেই নিরাশ্রয় হয়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধাশ্রমের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক করতে থাকে।

বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমরা ঘরে বসে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি, যোগাযোগ করতে পারছি, বিনিময় করতে পারছি যে কোনো প্রান্তের সঙ্গে। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি আমাদের মনোপছন্দ যে কোনো জায়গার-অনুষ্ঠানে যেখানে মনোরঞ্জনের মনোহারি সাগরে ডুব দিয়ে আমরা বুঁদ হয়ে বসে আছি। টিভি ছিল একসময় তথাকথিত মর্যাদার প্রতীক। আজকের দিনে যদিও সেই কৌলিন্য আর ঠিক ততটুকু বজায় নেই। টেলিভিশনের স্থান নিয়েছে স্মার্টফোন। কিন্তু তবুও আশা করা যায় টেলিভিশন আরও বেশ কিছু কাল চলবে। টেলিভিশনকে আনেকে 'বোকা বাক্স' বলেন। আসলে বোকা বাক্সের সামনে বসে আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি বোকাই বনে গেছি। টিভির কল্যাণে আমরা কিন্তু ক্রমেই অসামাজিক জীবে পরিণত হচ্ছি। হয়ে যাচ্ছি স্বার্থপরও। বোকা বাক্সের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে চোখের বারোটা বাজিয়ে ফেলেছি। এখনকার প্রায় প্রতিটি টিভি সিরিয়ালে দেখা যায়, প্রথম কয়েকটি এপিসোডে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনাযুক্ত উপস্থাপনা। কিন্তু তারপর আর বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। খেই হারিয়ে যায়। কাহিনী বিন্যাস, উপস্থাপনা, পরিচালনা, সাজসজ্জা প্রভৃতি যাদের হাতে ন্যস্ত, সে সুচতুর কলাকুশলীরাও আমাদের মতো দর্শককে বিষয়বস্তু ছাড়া বোকা বাক্সের সামনে বসিয়ে রাখার কৌশল আবিস্কার করে ফেলেছেন। আর আমরাও ভাবনাহীন বোকার মতো রি-অ্যাক্ট করে যাচ্ছি। ফায়দা লুটছে কিছু সুচতুর অসাধু ব্যবসায়ী। টেলিভিশনের সিরিয়ালে অপরিশীলিত কুরুচিপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রতিফলন ঘটছে; ফলে আমাদের সমাজের দৈনন্দিন জীবনে তার মারাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সংসারের শান্তি বিঘ্নিত করা, সন্দেহের বীজ উপ্ত করার মতো সমাজ-অহিতকর কাজ করছে সিরিয়াল। সত্যি কথা বলতে কী হাতেগোনা কয়েকটি সিরিয়াল আছে যা পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে বসে নিঃসঙ্কোচে উপভোগ করা যায়। সিরিয়ালে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এমন সব দৃশ্যের উপস্থাপনা করা হয় যা দেখে দস্তুরমতো অস্বস্তিতে পড়তে হয়। সাজসজ্জার কথা বলতে লজ্জা হয়। তখন মনে হয় টিভি সিরিয়াল নির্মাতারা কাপড়ের দৈর্ঘ্য ছোট করে শরীর প্রদর্শনকেই বোধ হয় মূল লক্ষ্যে পরিণত করেছেন।

পূর্বে পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া একটা সামাজিক রীতির অঙ্গ ছিল। আগেকার দিনে চিঠির মাধ্যমে প্রবাসী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের খবর আদান-প্রদান ছিল একটি নিত্য-নৈমিত্তিক পন্থা। চিঠিতে খোঁজখবর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের হাতের লেখা সুন্দরতর হচ্ছে, ভাষার ওপর দক্ষতা বাড়ছে, চিন্তাশক্তি বাড়ছে, মননশক্তির উন্নতি হচ্ছে; এইসব লিখন-দক্ষতা বিকাশের উপায়ও ছিল। চিঠি মনের প্রতিফলন বা দর্পণ। চিঠি একটি দলিলও। ভবিষ্যতের অনেক সমস্যার সমাধান মিলে চিঠির মাধ্যমে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক

বড় বড় অপরাধও ধরা পড়ে চিঠির মাধ্যমে। সরকারের আয়ের একটা বড় উৎস ছিলো চিঠি। এ রকম আরও বহুবিধ উপকারিতা আছে চিঠির। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, চিঠির পাঠ আজকাল প্রায় উঠেই গেছে। তার বদলে প্রায় সবাই দূরভাষ দিয়েই চিঠির কাজটা সেরে নিচ্ছেন। এতে কাজটা দ্রুতগতিতে এবং সরাসরি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্য যে সুফলগুলো রয়েছে তার থেকে প্রকারান্তরে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

দিন দিন মানুষের জীবনযাত্রা আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা ডিজিটালাইজড করে; সহজ এবং আরামদায়ক হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের যুগে সমগ্র বিশ্ব যেমন গ্লোবাল ভিলেজ, তেমনি মুঠোফোনের বদৌলতে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলে মুঠোফোন আরো আধুনিক ও স্মার্ট চেহারা নিয়ে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে- 'স্মার্টফোন' নামে। তাই তো বলা হয় –'দুনিয়া কর লো মুটঠি মে'। বর্তমানে আমরা স্মার্টফোনে কী না করতে পারি? সর্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষায় ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটস অ্যাপ, ইমো, ভাইবার, জুম ইত্যাদি। টাকা পয়সা লেনদেনে ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা থেকে শুরু করে, ব্যাকআপ বা তথ্য সংরক্ষণ, খেলাধুলা, টিভি, বিনোদন, চিঠিপত্র, কেনাকাটা, পরিবহন টিকেট, নিজের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর, চলাফেরায় জিপিএস রোড ম্যাপ, বাজারের ফর্দ, ভর্তি, ক্লাস-রুটিন, এলার্ম আরো কত কিছুর সুবিধা আছে স্মার্টফোনে। দৈনন্দিন জীবনের শত শত কাজ এই স্মার্টফোন যন্ত্র দিয়ে খুব সহজে অনায়াসেই করা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে, মানুষের দৈনন্দিন জীবন এখন অনেকটা স্মার্টফোন নির্ভর। অনেকে স্মার্টফোনকে আধুনিকতার মাপকাঠি মনে করেন। এমনকি দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এই সময়ে দাঁড়িয়ে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যার হাতে একটি স্মার্টফোন নেই। এখনকার দিনে যার স্মার্ট ফোন নেই তাকে আনস্মার্ট বিবেচনা করা হয়। বোতামওয়ালা সেই ফিচার ফোনগুলোর দিন তো কবেই ফুরিয়ে গেছে, এটা হাতে রাখতে অনেকেই এখন লজ্জাবোধ করেন। আমরা শুনি অনেক মা-বাবা গর্ব করে বলেন আমার ছেলে-মেয়ে অনেক মেধাবী, মোবাইলের ব্যাপারে সে আমার চেয়েও ভালো বোঝে। সময় এমন বদলেছে এই যুগের বাচ্চারা এখন ফোন হাতে না দিলে খেতেই চায় না। ইউটিউবে যে কোন বিষয়ে ভিডিও খুঁজে বের করা এখন কোন ব্যাপারই না। এটা বিশেষভাবে বলার কিছু নয়, গর্বের কোনো ব্যাপারও নয়। বরং নিজের সন্তানের বিপদ আমরা নিজেরাই ডেকে আনছি। বর্তমান প্রজন্মের জীবনধারা এখন অনেকটাই যান্ত্রিক বানিয়ে দিয়েছে এই স্মার্টফোন। নানা রকমের গেমস এর প্রতি তাদের আসক্তি বেড়ে গেছে। কিছু 'গেমস' তো মৃত্যুরও কারণ হয়েছে, যেমন- 'ব্লু-হোয়েল গেম'। আগেকার দিনে বিকেলে মাঠে ময়দানে তরুণদের বিভিন্ন খেলায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হত, অনেক ধরনের রোগ থেকে আরোগ্য পেতে সুবিধা হতো। এখন আর সে দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না। অবশ্য এর জন্য স্মার্টফোনের পাশাপাশি খেলার মাঠের অপ্রতুলতাও দায়ী। আমরা অপরিকল্পিতভাবে শহরে এমনকি গ্রামেও ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য অবকাঠামো তৈরি করার দরুন খোলা মাঠ আর পাওয়াই যায় না। তাই খেলাধুলার সুযোগ কমেছে। এখনকার প্রজন্ম ভার্চুয়াল জগতে খেলাধুলা করে, ফলে তাদের শরীর চর্চার সুযোগ নেই। স্মার্টফোন বদৌলতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলা এবং ছবি দেখার সুযোগ থাকায় এখন সামাজিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক আস্তে আস্তে দুর্বল হচ্ছে। অনুষ্ঠানগুলোতে আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ জানানোর বালাই নেই; ফোনে ফোনে ভিডিও কলে সব সেরে ফেলা হচ্ছে।

কোন একটা সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমায় দেখলাম এই সামাজিক সমস্যা নিয়ে গণবার্তা রয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও গুগুল মিট-এ ভারচুয়ালি সমাপন করা হচ্ছে। আমরা এক এমন সমাজে এসে উপস্থিত যেখানে শুধু আত্মমগ্নতা রয়েছে, সামাজিকতার স্থান শুধু পাঠ্য বইতে আবদ্ধ।

পূর্বে দল বেঁধে কোথাও ঘুরতে গেলে সেই জায়গার সৌন্দর্য, আপনজনের সান্নিধ্যই ছিলো মুখ্য। কিন্তু স্মার্টফোন যুগে ছেলে মেয়েরা এখন বিশেষ জায়গায় গিয়ে আগে সেলফি তোলে; তারপর গ্রুপ ছবি। বাবা-মা সন্তানের খোঁজ-খবর নেবার জন্য, সন্তানের আবদার পূরণ করার জন্য সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্টফোন। কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন না এর ফলে আমাদের কোমলমতি, দূরন্ত শিশু-কিশোরদেরকে এই যন্ত্র দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে এক ঐন্দ্রজালিক জগতের দিকে। টিনেজাররা এখন গুগল সার্চ করে, ইউটিউবের সাহায্যে পর্নো ভিডিও দেখতে পায়। স্মার্টফোনের অপব্যবহার আমাদের সমাজে ইভ টিজিং বা ধর্ষণের জন্য বহুলাংশে দায়ী। পর্নোগ্রাফি সহজলভ্যতার কারণে শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধা কেউ রেহাই পাচ্ছেন না ধর্ষণের কবল থেকে। এছাড়াও স্মার্টফোনে হরেকরকম অ্যাপস দিয়ে মেয়েদের ছবি, ভিডিও এডিট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে এক শ্রেণি মানুষেরা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষকরে ফেসবুকের মাধ্যমে গুজব রটিয়ে, ফেইক আইডি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বিভিন্ন ধরনের গেজেট ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রেম নামক ছলনার আশ্রয় নিয়ে আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও সংগ্রহ করে তা পাবলিকলি প্রচার করে সংসারে সাইবার ক্রাইম বৃদ্ধি পেয়েছে। পরকিয়া এখন আইনসিদ্ধ, এতে পারিবারিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে প্রতিদিন পরিবার ভেঙে যাওয়ার খবর আকছার পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে সেলফি তোলার জন্য স্মার্টফোনের কদর খুব বেশি। কিন্তু যখন দেখা যায় মৃতদেহের সাথেও সেলফি, রোগীর সাথে সেলফি ও বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পজিশনে সেলফি ওঠানোয় জনগণ মজেছে তখন তাদের মানসিকতার বিপর্যয় নিয়ে চিন্তা আসে। এছাড়াও অনেকে নিজের সুন্দর মুখমণ্ডলকে বন্য প্রাণীর মতো ভেংচিয়ে 'পাউট সেলফি' তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। তখন আবার ভাবতে বসি বিকৃতিরও এক নান্দনিক মুগ্ধতা রয়েছে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়, এখন 'রিলস ভিডিও' বানানোয় মজেছে বিশ্ব। 'শর্টস' ও 'রিলস ভিডিও'র বদান্যতায় আমাদের জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলি পাবলিকে শেয়ার হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না পর্ণ ভিডিও। 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে'- এখন ব্যাক্তিগত যৌনতার ভিডিও মানুষ শেয়ার করছে। এই অসুস্থ মানসিকতার অনুসরণ এত দ্রুততালে চলছে যে তখন ভাবতে বসতে হয় -এই সমাজই কী আমরা চেয়েছিলাম। কবির ভাবনায় বলাই যায় –'নিওন আলোয় পণ্য হল যা কিছু আজ ব্যক্তিগত'। স্মার্টফোন চরিত্র ধ্বংসের সাথে সাথে ব্যবহারকারীর চোখ, ব্রেনসহ সারা শরীর নষ্ট করে হরেকরকম রোগের জন্ম দিয়ে; তাকে অনুভুতিহীন পুতুলে পরিণত করে। স্মার্টফোনের সুইচ অন করার বিশ সেকেন্ডের মধ্যে নিকটবর্তী ওয়াইফাই, ব্লুটুথ ও মোবাইল ট্রান্সমিটার; এমনকি অন্য আরেকটা স্মার্টফোনকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের মাধ্যমে জানান দেয়- 'আমি এই স্থানে রয়েছি'।

স্মার্টফোনের এসব নানাবিধ ইলেকট্রনিক সিগন্যাল মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। 'রোবট-২' সিনেমায় আমরা দেখেছি কীভাবে স্মার্টফোনের রেডিয়েশন জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। স্মার্টফোন তথা প্রযুক্তির ব্যবহার যেন সঠিক এবং ভাল কাজে লাগে সেদিকে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া উচিত। যদিও একথা স্বীকার করতেই হয় যে আগেকার তুলনায় আজকালকার বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়ের পড়াশোনা থেকে শুরু করে নাচ-গান বা সঙ্গীত শিক্ষা, অঙ্কন প্রভৃতি সব ব্যাপারেই অনেক বেশি যত্নশীল। তবে অতিরিক্ত প্রশ্রয় ছেলে-মেয়েদের বিপথে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ আজকাল প্রত্যেকের কাছে সরকার এবং ব্যাঙ্কের বদান্যতায় গাড়ি, মোটরসাইকেল সহজলভ্য হয়ে গেছে। তাই পথে বাইকের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পথে চলতে গেলে দেখা যায় হেলমেটহীন বাইক আরোহীর নিয়মভঙ্গ করে দ্রুত চালানোর মতো অপরিণাম-দর্শিতা। তাই খেসারত দিতেই হয়। আর এই সব বাইক আরোহী যে কমবয়সী ছেলে-মেয়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাবু কালচারের পূর্বের রূপ অন্যরকম ছিল কিন্তু বর্তমান রূপ দেখে আমাদের সংশয় জাগে, এটাই কী বাঙালি কালচার? গরম দেশেও ড্রিঙ্ক না হলে পার্টি জমে না। যদিও মদ্যপান পূর্বাবধি অনেকটাই বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে পানের দোকানেও মদ পাওয়া যায়। বর্তমানে মোবাইলে গার্ল ফ্রেন্ডের সঙ্গে চ্যাট করতে না পারলে কী মডার্ন হওয়া যায়? মধ্যরাতে ডিস্কো ঠেকে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বিলাসিতা করছে বর্তমান সময়ের মেয়েরা- এটাই কী নব্য রঙে সেজে ওঠে আধুনিক কালচার? বাবা-মায়ের প্রশ্রয়ে ছেলে-মেয়েরা ঘরের পার্টিতে মদ্যপান করাটা নাকি আধুনিক ফ্যাসান। আবার এই সব ছেলে-মেয়েদের বাবা-মা যদি সমাজের উচ্চবর্গীয় হন, তাহলে তো এটাই সামাজিক রীতি, নীতি, সংস্কৃতি। যারা কিনা 'সেলিব্রিটির' ভূষণে শোভিত, কাঁচা টাকার দেমাকে গর্বিত, কিংবা নেটওয়ার্কিং-সাইটে জনপ্রিয়; তারাই বর্তমান সমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে আছে। তাদেরকে ফলো না করতে পারলে তুমি আধুনিক হতেই পারবে না। ভারতীয় সংস্কৃতির ছেঁড়া পাতা আর কেউ ঘাঁটবে না। ওসব ঘাঁটলে তো আর সাহেব হওয়া যাবে না। তাই আধুনিক হতে গেলে ওসব পড়ে সময় নষ্ট করার মানেই হয় না। আসলে জীবন ধারা অনেকটাই পাল্টেছে, সামাজিক মূল্যবোধ বদলেছে। ডিজিটাল যুগে আমরা চাই সব চকচকে, নিত্য নতুন, উজ্জ্বল ঝলমলে পোশাকে, রুচিতে, ব্যবহারে 'ইয়ো ইয়ো ম্যান'। ক্রমশঃ অসহিষ্ণুতা প্রকাশিত হচ্ছে জীবনে; পূর্ণতার স্বাদ কেউ নিতেই চাইছে না। 'স্কিপ' করে যাওয়া এখন সমাজের নিয়ম। ধৈর্য হারিয়ে কোন উন্মত্ততার দিকে ছুটছি আমরা কেউ জানি না। উদ্দেশ্যহীন নিয়ন্ত্রণহীন পথে ছুটতে ছুটতে থামতে ভুলে গেছি আমরা।

# Test Anxiety During Exam and the Process of Reducing It

**Prasanta Kumar Ghata,**
**Asst. Prof. of Education**

Learning is a continuous process. It is justified by evaluation. Different types of evaluations are conducted for justification of learning outcomes as well as behavioural outcomes, such as continuous and comprehensive evaluation, formative evaluation and summative evaluation. The evaluation type is selected on the basis of the purpose of judgment. Throughout my teaching career, I observe various kinds of students comprising of different psychologies. Few of them are studious, meritorious and abled who are serious about their learning, some are abled but not serious and others are moderately abled but diversified etc. Most of them learn well but they are feeling stressed at the time of their test. **Yerkes-Dodson law** said that increased arousal or stress will actually increase your performance - up to a certain point.

It is perfectly natural for a student to be anxious during the preparation or giving a test. Too much anxiety about a test is commonly referred to as test anxiety. Test anxiety is very common among students. It can interfere in their preparation and they may have difficulty in learning and remembering what they need to know for the test. Further, too much anxiety may block their performance. Students may face difficulty in demonstrating what they know during the test. Test anxiety can cause a host of problems in students. Although each person will experience a different collection of symptoms with differing degrees of intensity, the symptoms fall into a few categories.

**Physical -** headaches, nausea or diarrhoea, extreme body temperature changes, excessive sweating, shortness of breath, light-headedness or fainting, rapid heartbeat, and/or dry mouth.
**Emotional -** excessive feelings of fear, disappointment, anger, depression, uncontrollable crying or laughing, feelings of helplessness.
**Behavioural -** fidgeting, pacing, substance abuse, avoidance.
**Cognitive -** racing thoughts, 'going blank', difficulty in concentrating, negative self-talk, feelings of dread, comparing himself to others, difficulty in organizing his thoughts. Stressful emotions can inhibit a student's ability to absorb, retain and recall information. Anxiety creates a kind of "noise" or "mental static" in the brain that blocks their ability

to retrieve what's stored in memory and also greatly impairs their ability to comprehend and reason.

Being well prepared for the test is the best way to reduce test taking anxiety. They should space out their studying over a few days or weeks, and have to review class material continuously. They should not wait until the night before and try to learn everything the night before. They must try to maintain a positive attitude while preparing for the test and during the test. Exercising for a few days before the test will help in reducing stress. They should get a good night sleep before the test. They should read the directions slowly and carefully. If they don't understand the directions of the test, then they must have to ask the teacher to explain it to them. They should skim through the test so that they have a good idea how to pace theirselves. They must have to write down important formulas, facts, definitions and/or keywords in the margin first so they won't have to worry about forgetting them. They must have to do the simple questions first to help building up their confidence for the harder questions. They should not worry about how fast other people finish their test; they just have to concentrate on their own test. They must have to focus on the question at hand; should not let their mind wander on other things. Students should plan their entire semester or course in advance. They must conduct short reviews of lecture notes before and after class. They should look over examples done in class for courses.

# Naughty Dog's The Last of Us Part II: Juggling Ideas in a zombie-infested post-apocalyptic world

**Abhishek Chakravorty, Department of English**

**Introduction:**

Naughty Dog's The Last of Us Part II came out in 2020 as a sequel to The Last of Us in 2013. Just like its predecessor, the sequel also captured the hearts of the players and critics because of its unconventional narrative structure. It has been published by Sony Interactive Entertainment for the Play Station 4. According to a review post by The Washington Post on June 24, 2020, the writer Neil Druckmann stated that "And there was such a positive reaction to that trailer". When we are talking about the unconventional narrative, the game has the power to put players in a conflicting position from where they have to find the true meaning of the narrative motif. This very struggle the players face is the source of all the critical perspectives that we can generate out of the world created in The Last of Us Part II. Conflict, struggle, fear, revenge, death, love, friendship, forgiveness, and life- all these issues and emotions have been presented through a non-linear narrative where the intermingling of the present with past flashbacks has constructed a unique play of human life.

**The Last of Us Part II & juggling ideas:**

The story of Last of Us Part II has been set four years after the incidents in the first game. It deals with two protagonists- Ellie and Abby. Ellie is the fan-favorite protagonist from the first game who has entered a mature phase of her life. The narrative has very delicately examined and explores the complex relationship between Ellie and Joel. The death of Joel, at the beginning of the game, has been an important shock to the players and critics alike. But that very death has created lots of opportunities to look into some rich perspectives that would eventually lead to a tragic yet empathetic acceptance of life. Ellie's troublesome relationship with Joel has originated from the exposure that Joel was the one who fabricated a lie that she couldn't be a source of cure of the fungal infection. Ellie wanted her life to mean something; she wanted a purpose in life. To her, Joel took that chance away from her. It can be seen as Ellie's egocentrism of her teenage years. According to Jean Piaget, egocentrism can take multiple forms and in teenagers, it is also associated with physical and psychological changes (Galanaki, 1). She, at first, failed to understand that it was Joel's fatherly love that forced him to take that step. Only after the death of that father figure, she went on a revenge spree to punish those

who were responsible. But, the revenge tendency came out of her conflicted emotional status. It was Ellie's own guilt that forced her to take the perilous journey through the post-apocalyptic flooded Seattle city to find her own peace with the memory of Joel. Ellie's encounters with guitars across her journey and constant haunting flashbacks of her problematic relationship with Joel have stimulated the richness of the narrative flow. Ellie is like the male version of Shakespeare's Hamlet, where Joel is the ghost of the king and Hamlet's father. In Hamlet, we see that hamlet is tormented by dividing pressure between his duty to avenge his father and his inability to take necessary actions to fulfill it:

***"To be, or not to be, that is the question-***
***Whether 'tis nobler in the mind to suffer***
***The slings and arrows of outrageous fortune,***
***Or to take arms against a sea of troubles,***
***And by opposing end them." (Hamlet, 158)***

Ellie's rampage and killings only prove that like Hamlet, she is also conflicted. Constantly haunted by the dreams and memories, she has taken steps that are rather outrageous and outright murderous. Hamlet ended with the death of nearly everyone involved in the narrative; in the case of Ellie, at the end of the game, she has been able to come to terms with her inner guilt and madness.

A major narrative device that has shocked the players of The Last of Us Part II is the introduction of Abigail 'Abby' Anderson as the second playable protagonist. Abby plays a vital role in the narrative as she is the one who has murdered Joel at the beginning. Now, because of her actions and due to Joel's popularity, she has been hated by the players from that very moment. But as the narrative progresses it becomes clear that Abby has murdered out of the same sense of revenge duty which would eventually torment and fuel Ellie after the death of Joel. It will be revealed that Abby's father, Jerry Anderson, was the firefly doctor whom Joel had killed at the end of the first game to save Ellie. Losing her only surviving parent, young Abby was devastated and took the oath to track down Joel and take her revenge. It can be said that if Ellie represents who Hamlet really was, Abby represents what Hamlet wanted to become. Her character was praised by the critics as she has a gradual transformation from a revengeful angel to a benevolent mother figure through the narrative. The introduction of Abby as a protagonist has been criticized by the players as they were unable to accept her role as the murderer of Joel. But after progressing through the story with Abby, it has been

revealed that she has her own tale to tell and we can't just condemn her as a killer and a villain. Her story has a different perspective than Ellie's and we need to consider it. Abby's story can be best analyzed with the concept of Stephen Greenblatt's New Historicism. According to Greenblatt and other New Historicists, history can be read and interpreted from multiple points of view. The popular story may not be the only valid version (Nayar, 202):

"There is no such thing as objective history because narratives are, like language, produced in a context and are governed by social, economic and political interests of the dominant groups/institutions." (Nayar, 203)

Abby's story tells us that we cannot always focus on Ellie's story to understand the world of The Last of Us, but there are also other versions of the same story but from a different perspective.

In the course of the narrative, we do not only see the conflict of ideas between Ellie and Abby but also between the WLFs or the Wolves and the Seraphites or the Scars. Where the Washington Liberation Front, led by Isaac Dixon, represent the idea where man can again climb the ecological ladder to control his surrounding with the help of technology, the Seraphites, led by Emily, represent the idea of return to nature. Now, we can't deny the fact that both of them represent the brutality of survival as players, during campaigns, experience numerous scenes of brutality and murder committed by both factions. It is a perfect representation of Thomas Hobbes's State of Nature where the society is anarchical and on the verge of a civil war (Green, 3). Michel Foucault through his 'analysis of power' has stated that socio-political institutions showcase their power to dominate the powerless parts of the society (Balan, 1). They create certain social features that separate them from the powerless and oppressed sections condemning them as inferiors and sub-humans. Sergiu Balan in his M. Foucault's View on Power Relations has stated that according to Foucault:

"...power is not something that can be owned, but rather something that acts and manifests itself in a certain way; it is more a strategy than a possession: "Power must be analyzed as something which circulates, or as something which only functions in the form of a chain...Power is employed and exercised through a netlike organization...Individuals are the vehicles of power, not its points of application."..." (Balan, 2)

Because of the facial scars that the seraphites have on their faces, they have been condemned as 'Scars' by the so-called progressive WLFs. To them, the scars are symbols of primitivism and backwardness and that gave them the authority to destroy the

seraphites near the end of the game in the name of stability of society and maintaining peace. Both the WLFs and the Seraphites were responsible for the end of the peace treaty. But what the WLFs did in the seraphite island was nothing but genocide.

Amidst this chaos and conflict, the narrative does feature the theme of love and family. The romantic relation between Ellie and Dina is not only a breath of positive air but also a symbol of LGBT ideals. Ellie has been accompanied by Dina, though she is pregnant, and has refused to let her suffer alone. Near the end of the game, the farmhouse, with Ellie, Dina, and their son, represents, possibly, a happy yet complex future for them. The whole issue is a solid example of queer theory and the empowerment of sexuality. Foucault, in his *History of Sexuality*, has said that sexuality and sexual identity are located within the ideas promoted by the power structures of the society (Nayar, 185). The dance scene in the game, where Dina has embraced Ellie in front of everybody and kissed her, is not only representing love and affection, but also it is a movement against social restrictions on sexual identity. Within the narrative of The Last of Us Part II, both Ellie and Dina are opposing the concept of 'totalitarian heterosexuality' and symbolizing the radicalesbians (Nayar, 194).

Finally, we need to talk about the very background of the game- the zombie apocalypse caused by the spread of *Cordyceps* fungal infection. Nearly all of humanity has been wiped out by the pandemic. The victims have been transformed into flesh eaters whose bodies are covered with fungal scales. Devoid of any human emotions, the infected roam the ruins of the world only to fulfill their primitive and basic desires. The narrative has shown mainly four stages of transformation- Runner, Stalker, Clicker, and Bloater. In The Last of Us Part II, we have the Shambler. Eventually, the players also meet the unique Rat King in the lower sections of the hospital in Seattle. When we are talking about the *Cordyceps* fungal infection, we have to keep in mind that this genus of fungi exists in the real world. The fungi *Ophiocordyceps camponoti-atricipis* is responsible for the 'zombification' of the ant species *Camponotus (Myrmothrix) atriceps* in the Amazon rain forest of Central Brazil (Carvalho, Sobczak, Costa & Salgado-Neto, 1261). The whole process of infection is cyclical in nature as the spores of the fungus infect some ants in the colony and those infected ants become vessels of the fungus. The infected ants then go through a series of physiological changes that ultimately lead to their demise. The infected ants behave under the influence of the fungus and reach strategic and elevated positions (mainly leaves of higher braches) near the colony and use their mandibles to attach themselves to those positions. Eventually, the spore-producing structure of the fungus appears on the bodies of the ants from their inner fungal infection. Those spores

again spread throughout the colony of the ants to infect other ants to continue their reproduction (Carvalho, Sobczak, Costa & Salgado-Neto, 1262). In the case of the fungal infection in the narrative of The Last of Us, we see the transformations and the spreading of the spores. An infected gradually transforms into blind Bloater or Shambler and, thus, becoming the physical manifestation of the fungus itself. After completing the cycle, the infected chooses a secluded and dark corner and dies creating a nest of spores around him or her to infect others again. Apart from the scientific existence of the fungus, we can analyze the whole infection cycle from an ecocritical point of view. The post-apocalyptic world of The Last of Us represents the fall of human civilization. The haunting ruins from the past are examples of it. The transformation cycle of the infected itself can showcase the very fact that how through the fungal infection man is finally becoming a part of nature. The Rat King is important from a psychological point of view. As Abby goes deeper and deeper into the lower parts of the hospital reaching the trauma center, it becomes clear to her that the place is still holding the fear, confusion, rage, and death cries of the early victims of the infection. The assimilation of all those emotions is represented through the Rat King. We can compare it with the concept of 'collective unconsciousness' by Carl Jung. Jung has treated 'the human self as the totality of all psychic processes' (Nayar, 73).

**Conclusion:**

The Last of Us Part II is not only a game for entertainment; it is a collective hive of ideologies. Each incident and each character represents some concept of human life and its relation to nature. Apart from the main narrative, there are short narratives focusing on the lives of other unseen victims and survivors of the apocalypse. These micro narratives are represented through the letters and documents found by Ellie and Abby throughout their respective journeys. It is up to the players to find them and understand their underlying values. The world of The Last of Us is massive in structure despite being a virtual reality. It is a plethora of human emotions transcending the border of the virtual world and reaching reality.

Reference:

Balan, S. *M. Foucault's View on Power Relations*. June, 2010.

Foucault, M. *Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. London: Harvester Press. p. 98. 1980.

Foucault, M. *The History of Sexuality: An Introduction: 1*. Vintage (Reissue edition). 14 April, 1990.

Galanaki, E. P. Adolescent geocentricism. *Sage Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology*. CA: Sage. 2017.

Nayar, P. K. *Contemporary Literary and Cultural Theory*. Delhi: Pearson. 2013.

Shakespeare, W. *Hamlet, Prince of Denmark*. UK: Cambridge University Press. 2003.

Sobczak J. K., Costa L. F. A., Carvalho, J. L. V. R., Salgado-Neto, G., Moura-Sobczak J. C. M. S. and Messas, Y. F. The zombie ants parasitized by the fungi *Ophiocordyceps camponoti- atricipis* (Hypocreales: Ophiocordycipitaceae): new occurrence and natural history. *Mycosphere* 8 (9). 1261-1266. Guizhou Academy of Agricultural Sciences.

# জল সংকট : আত্মহত্যার পূর্ব প্রস্তুতি

**অভি কোলে, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ**

জল সংকট নিরসনে সরকারি আপাত তৎপরতার কথা আমরা প্রায়ই পড়তে ও শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে জল বাঁচানোর জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাহিনী আমরা অনেকেই জানি না।

মুম্বাইয়ের এক প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ আবিদ সুরতি। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখতেন কিভাবে মানুষ জল নষ্ট করে। নালা দিয়ে বয়ে যায় লক্ষ লক্ষ লিটার জল। প্রতিদিনের জল সংগ্রহের জন্য কীভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁর মাকে। এসব তাঁর নজর এড়িয়ে যেত না। তখন থেকেই আবিদের মনে জন্ম নিতে থাকে কঠোর প্রতিজ্ঞা। ফোঁটা ফোঁটা জল থেকে কীভাবে লক্ষ লক্ষ লিটার জল নষ্ট হয়, তা তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। একদিন তিনি অস্ত্র হিসেবে ঠোঁটে তুলে নেন স্লোগান : "ফোঁটা ফোঁটা জল বাঁচাও না হলে মরে যাও।" গড়ে উঠে তার একক উদ্যোগে 'ড্রপ ডেড ফাউন্ডেশন।' জাতীয় পুরস্কারজয়ী আবিদ সুরতির পরিচিতি একজন লেখক, সাংবাদিক, কার্টুনিস্ট ও সমাজসেবী হিসাবে। কিন্তু জলের কল সারানোর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের আনন্দ। জলের অন্য নাম যে জীবন !

তাই অশীতিপর এই বৃদ্ধ বাড়ির দরজায় দরজায় পৌঁছে যান জলের কল খারাপ আছে কিনা দেখতে। খারাপ কলের সন্ধান পেলে নিজের খরচেই তা সারিয়ে দেন। এভাবেই তিনি বাঁচিয়েছেন কয়েক লক্ষ লিটার জল।

মহারাষ্ট্রের ওয়াসিম জেলার কলম্বেশ্বর গ্রামের শিক্ষিত দলিত শ্রমিক বাপুরাও তাজনের কথাই বা বিস্মৃত হয় কী করে ? গল্পটা তাহলে বলে নিই। খরাক্লিষ্ট গ্রাম কলম্বেশ্বর। ফুটিফাটা মাঠ। জল নেই কোথাও। বাপুরাওয়ের স্ত্রী সংগীতা। একদিন গিয়েছিলেন উচ্চবর্ণের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে জল নিতে। ফিরে আসেন অপমানিত হয়ে, খালি হাতে। বাপুরাও সেদিন থেকে একক চেষ্টায় একটি কুঁয়ো খোঁড়ার উদ্যোগ নেন এবং মাত্র চল্লিশ দিনে, সবাইকে অবাক করে রচনা করেন এক অফুরন্ত জলের ভান্ডার।

দুটি ঘটনার চরিত্র ভিন্ন। একটি অপচয়ের বিরুদ্ধে একক লড়াই, অন্যটির জন্ম অভাব থেকে।কিন্তু দুটি ঘটনার প্রেক্ষাপট অভিন্ন -- জল।

ভারতের মতো বিশাল দেশে আবিদ সুরতি বা বাপুরাও তাজনের মতো মানুষ অঙ্গুলিগণ্য। কাজেই জলের অপচয়রোধে বা জলের ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য কোনো বাস্তবমুখী পরিকল্পনা চোখে পড়ে না।

সেই বাল্যকাল থেকেই আমরা জেনে এসেছি, পৃথিবীর তিনভাগ জল। তাহলে জল সংকটের কারণ কী ? নাকি মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এটি একটি কল্পিত রাক্ষসের গল্প ?

বাস্তবে তা কিন্তু নয়। পৃথিবীর তিনভাগ জল সঠিক। বিজ্ঞানসম্মত এই তথ্যে কোনো ভুল নেই। কিন্তু এই জলের ৯৯ % সমুদ্রের লবণাক্ত জল, হিমবাহ, হিমশৈল ও দুই মেরুর জমাট বরফ। বাকি ১% শতাংশের ০.৬ ভাগ নদী, দিঘি ইত্যাদি জলাশয়ের ও ০. ৪% ভাগ ভূগর্ভে বন্দী। এই ১% শতাংশ সুপেয় জল -- যা আমরা পান করি। আবার এই ভূগর্ভস্থ বা ভৌম জলের পুরোটাই যে স্বাস্থ্যকর, সুপেয় -- তা নয়। সেখান থেকেও উঠে আসছে আর্সেনিক বা ফ্লোরাইডের মত বিষ। এই ১ % শতাংশ জলই আজ প্রশ্নের মুখোমুখি। মানুষের অবিমৃষ্যকারী

ভূমিকায় তলানিতে এসে ঠেকেছে এই পরিমিত জলের ভান্ডার। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বের মানুষের কাছেই জলের সংকট আজ আতঙ্ক তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষের ধারণা, বৃষ্টির অব্যবহৃত সমস্ত জল পৃথিবীর ভূস্তরের জলাধার বা আক্যুইফারে সঞ্চিত হয়। কাজেই মানুষের ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভস্থ বা ভৌম জল তুলে নেওয়া হলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। এই ধারণাটি ভুল। অব্যবহৃত জল কিন্তু পুরোটাই ভূস্তরে গিয়ে জমা হয় না। মাটি যে- জল শুষে নেয়, তার অর্ধেকের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ভূস্তরের গভীরে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে আসছে মানুষের অপরিণামর্শী কাজের জন্য। সোজা কথায়, অপচয়ের জন্য।

অপচয় কিভাবে হচ্ছে, তার একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সারাদিনে জলের প্রয়োজন হয় ৫০ লিটার। কিন্তু অনেক শহরেই এর মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ২০০ লিটার। কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় সরবরাহকৃত পরিশুদ্ধ জলের প্রায় ৩০% শতাংশই নষ্ট হয় নালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায়।গ্রামের চিত্রও অনেকটা এরকম। তবে গ্রামে পুকুর, ডোবা, দিঘি, নদীর জলে প্রতিদিনের চাহিদা অনেকটাই মেটে বলে ভৌম জলের অপচয় কম। অবশ্য কৃষিকাজের জন্য উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার, এই চিত্রে কিছুটা কালির দাগ তো টানবেই।

সারা পৃথিবীতে সুপেয় জলের উৎস কমে গেছে ৫০% শতাংশেরও বেশি। কিছুদিন আগে চেন্নাইয়ে এক বোতল জল বিক্রি হয়েছে চারশো টাকায়। মহারাষ্ট্রের অনেক জায়গার মানুষকে প্রায় ১৩/ ১৪ কিলোমিটার ট্রেনে করে যেতে হয় জল আনার জন্য। মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, ব্যাঙ্গালুরুতে জলসংকট তীব্র হচ্ছে। ভারতের অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতা অবশ্যই ঈশ্বরের কৃপাধন্য। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও অনেকটাই ভালো। কিন্তু অপচয়, অবিবেচনায় কুবেরের ভান্ডারও একদিন শূন্য হতে বাধ্য।

যেখানে -সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা নরম পানীয় ও তথাকথিত মিনারেল ওয়াটারের কারখানা থাবা বসাচ্ছে ভৌম জলের সঞ্চিত ভান্ডারে। ১ লিটার নরম পানীয় বানাতে যেখানে প্রায় ৫৭০ লিটার ভৌম জল দরকার হয়, তখন সুপেয় জলের জোগান একদিন শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেহাত কষ্টকল্পনা নয়।

শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, একক সদিচ্ছাও যে অনেক সময় সংকট থেকে পরিত্রাণে একটি বড় ভূমিকা নিতে পারে -- আমাদের এই সত্যটুকু অনুভব করতে হবে। 'চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম' -- এই আপ্তবাক্যটি নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে পালিত হলে, দেশের-দশের উপকার সাধিত হবে। আমার মুম্বাইবাসী এক আত্মীয় জলের কল থেকে পড়া ফোঁটা ফোঁটা জল ধরে রাখেন পাত্রে। টবের গাছগুলি প্রাণ পায় সেই জলে। বিশ্বের সব মানুষের ভূমিকায় যদি এমনটি হত।

বাইবেলে মহাপ্লাবনের কথা আছে। নোরা, তাঁর পরিবার ও প্রাণীকুল বাঁচার জন্য একটি নৌকায় চড়ে বসেছিলেন। কেউ জানি না, সেই নৌকা পৌঁছতে পেরেছিল কিনা জীবনের লক্ষ্যে ! সমুদ্রের লবণাক্ত জলে কি প্রাণ বেঁচে ছিল 'নোরার নৌকো' -র আরোহীদের। উত্তর জানা নেই আমাদের।কিন্তু কোনদিন যদি শেষ হয়ে যায় জলের ভাণ্ডার, আমরা কি এমন এক অলৌকিক যানের অপেক্ষায় থাকব ? নাকি আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করব "আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে?"

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যেন এমন অন্ধকার অধ্যায় না রচনা করতে হয় আমাদের।

# বর্তমান বিশ্ব

**বিশ্বজিৎ মল্লিক, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ**

সভ্যতার সূচনা বা মানব জীবনের পথ চলা মোটেই সহজ সরল ছিল না। প্রকৃতি ও বন্য জীব জন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। তখন ছিল না বিদ্বেষ, হিংসা ও মারামারি, ছিল নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও যৌথ প্রয়াস। যার ফলে তারা প্রতিকূল সমস্যাকে মোকাবেলা করেছে সফল ভাবে। আস্তে আস্তে জয় করেছে প্রাকৃতিক শক্তিকে এবং পোষ মানিয়েছে বন্য পশুকে। শিকার করা থেকে খাদ্য সংগ্রাহক, পশুপালন থেকে কৃষিকাজ, কৃষিকাজ থেকে বসতি স্থাপন এবং ছোট ছোট জনপদ থেকে নগরের উদ্ভব ঘটেছে। শুরুতে আদিম মানুষ পাথরের ব্যবহার, ধাতুর ব্যবহার এবং চাকা আবিষ্কার করে নতুন যুগের সূচনা করে। বিশ্বের সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা গুলির উত্থান ও পতনে খুব বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না, সভ্যতা গুলির উন্নতির পশ্চাতে ছিল মেহনতী মানুষের কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম। পূর্বের সভ্যতার উন্নতিতে প্রকৃতির অবদান ছিল অনেক বেশি, বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার উন্নতিতে প্রকৃতির অবস্থা দিনে দিনে প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নবস্তু প্রমাণ করে সভ্যতা কতটা উন্নত ও পরিকল্পনা মাফিক ছিল। সিন্ধু সভ্যতা থেকে আমরা শিখেছি আধুনিক নগররাষ্ট্র কিভাবে গড়ে তুলতে হয়, তেমনই আবার বৈদিক যুগে শিখেছি যাগ-যজ্ঞ, রীতিনীতি ও পূজা পাঠ, মানব সমাজকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করেছে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের মুক্তি বা নির্বাণ লাভের পথ। প্রাচীন ভারতে মৌর্যযুগ, গুপ্তযুগ, আদি মধ্যযুগ অতিক্রম করে পদার্পণ করে সুলতানি যুগে। দীর্ঘ সুলতানি যুগের পর মোঘলরা ক্ষমতা দখল করে। মোঘলদের দীর্ঘ সময় শাসনের পর ভারতবর্ষের উপর ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচারী শাসনের সূত্রপাত হয়। ভারতের সঞ্চিত বিপুল সম্পদকে আত্মসাৎ করে ইংল্যান্ডে পাঠাতে থাকে। ভারতের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, শোষিত হয় আপামর ভারতবাসী। ভেঙে পড়ে কুটির শিল্প, পরিণত হয় ব্রিটিশ পণ্যের বাজারে। ইংল্যান্ড থেকে আসা শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদিত দ্রব্য ভারতীয় বাজার গুলিকে দখল করে। ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে। ইংল্যান্ডের বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন দিনে দিনে আগ্রাসী হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের শুরুর দিকে ঘটে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যার ধ্বংসলীলা গোটা বিশ্বব্যাপী মানব সমাজকে ভীতির সম্মুখীন করেছিল। ইংল্যান্ড যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ব্যয় উপনিবেশ গুলি থেকে আদায় করতে থাকে, যার ফলে উপনিবেশ গুলিতে শোষণের মাত্রা দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দেড় দশক পরেই 1939 খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে গোটা বিশ্বব্যাপী তৈরি হয় বিবিধ সংকট, কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের থেকে অনেক বেশি। যুদ্ধের কারণে ইউরোপীয় শক্তিগুলি দিনে দিনে দুর্বল হচ্ছিল অপরদিকে স্বাধীনতা পাবার আশায় উপনিবেশ গুলোতে চলছিল তীব্র সংগ্রাম। শক্তিধর রাষ্ট্র গুলির শক্তি দিনে দিনে নষ্ট হচ্ছিল। সবশেষে 1945 খ্রিষ্টাব্দে

পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই প্রথমবার বিশ্ববাসী দেখল পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসলীলা। বিশ্বজুড়ে তৈরি হল শান্তি ও নিরস্ত্রীকরনের প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় শক্তিগুলি দুর্বল হওয়ার কারণে স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে একের পর এক উপনিবেশ। সেই প্রেক্ষাপটেই ভারতও 1947 খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভে এরকমও প্রশ্ন ওঠে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হলে উপনিবেশ গুলি আরও দীর্ঘকাল পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে, একদিকে আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী জোট এবং অন্যদিকে রাশিয়ার নেতৃত্বে সাম্যবাদী জোট। দুই জোটের মধ্যে চলতে থাকে শক্তিসাম্যের লড়াই ও নিত্য নতুন অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিযোগিতা। বিশ্বব্যাপী তৈরি হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বা ঠান্ডা যুদ্ধের আবহ। শক্তিধর রাষ্ট্র গুলি বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্র গুলিকে নিজ জোটের মধ্যে যুক্ত করার প্রয়াস চালাতে থাকে। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর কাছে বড় সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয় গুলির উপর। তারা চিন্তা করেছিল আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে দেশের অগ্রগতি আর কোন দিনও সম্ভব হবে না। তাই ছোট ছোট তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিকে নিয়ে ভারতের নেতৃত্বে শুরু হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। কোন জোটে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থেকে নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে। আবার বিশ্বায়নের ফলে উন্নত দেশগুলি তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিকে শোষণ করে চলেছে এবং তাদের দেশের পণ্য সামগ্রী গুলি নিয়ে এসে তৃতীয় বিশ্বের বাজার গুলিকে আস্তাকুড়ে পরিণত করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলির তেমন কোনও গুরুত্ব নেই, সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্থায়ী সদস্য দেশ গুলি। বিশ্বের যেকোন প্রান্তে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে শক্তিশালী দেশ গুলি, কারণ উন্নত দেশগুলি তাদের অস্ত্র কারখানাকে সচল রেখে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। গরিব বা ছোট দেশগুলির কী ক্ষতি ও লাভ হলো তাদের কোনো যায় আসে না। এমনকি কোন কোন দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়েও হস্তক্ষেপ করে থাকে শক্তিশালী দেশ গুলি। তাদের নিজের মত রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতায় বসানো বা ক্ষমতা থেকে সরানো কোন কিছুই বাদ যায় না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি খুবই সংকটের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে, আমেরিকা ও রাশিয়া বিশ্বে নিজেদের ক্ষমতাকে জাহির করতে গিয়ে ছোট ছোট দেশ গুলিকে নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। আমেরিকা চায় যেকোনো ভাবে রাশিয়াকে সর্বস্বান্ত করে বিশ্বের ক্ষমতা তার হাতেই কুক্ষিগত রাখতে কিন্তু শক্তিশালী রাশিয়া আমেরিকার কর্তৃত্ব মানতে চায় না, কারণ রাশিয়াও বিশ্বের সবথেকে বড় পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম বার পারমাণবিক শক্তির কী বিপর্যয় তা লক্ষ্য করেছে, তাই আর কেউই চায় না দ্বিতীয় বার আবার পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ হোক। বর্তমানে যে শুধু পারমাণবিক অস্ত্র শস্ত্র তাই নয়, এখন বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিত্য নতুন জৈবিক অস্ত্রের ব্যবহারও হচ্ছে। এই জৈবিক অস্ত্রশস্ত্র জীব কুলকে নিমেষে শেষ করে দিতে পারে। জৈবিক অস্ত্রের নতুন স্বাদ পেল বিশ্ববাসী করোনা ভাইরাসের দ্বারা। ক্ষমতাশালী দেশ গুলোর স্বার্থকে চরিতার্থ করতে তারা এমন এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে যার ফলে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে

যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যেমন ইরান ইসরাইলের দ্বন্দ্ব, চীন তাইওয়ান দ্বন্দ্ব, রাশিয়া ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বন্দ্ব, গ্রিস ও তুরস্কের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হওয়া রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ এখনও চলছে। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করল এই যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাণহানি, অর্থ, শিক্ষা, দূষণ এবং শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। আমেরিকার নেতৃত্বে NATO কে বিস্তার দেওয়ার চক্রান্তে ইউক্রেনের বর্তমান অবস্থা আজ খুবই শোচনীয়। শক্তির নিরিখে বিচার করলে কোন দিনও ইউক্রেন রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে জয়ী হবে না, তবুও নিজ দেশের পরাজয় কে বা স্বীকার করতে চায়। কিন্তু ইউক্রেনের রাষ্ট্র নেতার বোঝা উচিত আমেরিকার চক্রান্তে তার নিজ দেশের মানুষের আজ কি বেহাল অবস্থা। আমেরিকার উদ্দেশ্য NATO দেশ গুলিকে সাথে নিয়ে যুদ্ধের গতিকে ত্বরান্বিত করা, যাতে রাশিয়া দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করে তার অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিজেই ভেঙে ফেলে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ভাঙন ধরলে সে আর বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামরিক দিকগুলিতে নিবেশ করতে পারবে না। সেই সুযোগে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলি নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করতে পারবে। তবে কোন দেশের পক্ষে যুদ্ধ কখনোই লাভ-দায়ক নয়,কারণে অকারণে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমস্ত দেশই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যুদ্ধরত দেশগুলিতে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে সমস্ত দেশগুলিকে বিশ্বব্যাপী একত্রিত হওয়া ও বিশ্ব শান্তির জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। শান্তির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আবির্ভাব হলেও বর্তমানে প্রশ্ন উঠছে তার কার্যকারিতা কে নিয়ে। আবার সাম্প্রতিক যুদ্ধরত অবস্থায় ভারত যেভাবে কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে উভয় দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজ দেশের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, তা দেখে ভারতের বিদেশ নীতি কে বহু দেশ সমর্থন ও বাহবা দিচ্ছে। উল্লেখ্য এমনও গুঞ্জন উঠছে যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতই পথপ্রদর্শক এবং ভারতকেই দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে সমস্ত দেশের মন্ত্র হওয়া উচিত শান্তি চাই, সমৃদ্ধি চাই, ঐক্য চাই, যুদ্ধ নয়,যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ নয়।

# Natural Farming: A Livelihood Way for Food Security

**Pratonu Bandyopadhyay, Shreyosi Roy, Sudip Bhattacharya**

**Department of Agriculture**

**T**he world's population is predicted to expand to approximately 10 billion by 2050. It is expected that in a situation of modest economic growth, this will boost agricultural demand up to 50%, in comparison to 2013 (FAO 2017, The future of Food and Agriculture– Trends and challenges). Expanding food production and economic growth have often come at a heavy cost to the natural environment. There has been significant decrease in forest cover and biodiversity over the years. Groundwater sources are also getting depleted rapidly. High-input, resource-intensive farming systems have caused massive deforestation, water scarcity, soil depletion and high levels of greenhouse gas emissions.

To counter those problems we have to introduce Natural farming. It can be defined as "chemical- free and livestock based farming". Soundly grounded in agro-ecology, it is a diversified farming system that integrates crops, trees and livestock, allowing the optimum use of functional biodiversity. Natural Farming holds the promise of enhancing farmers' income while delivering many other benefits, such as restoration of soil fertility and environmental health, and mitigating and/or reducing greenhouse gas emissions. Natural Farming builds on natural or ecological processes that exist in or around farms. Internationally, Natural Farming is considered a form of regenerative agriculture—a prominent strategy to save the planet. It has the potential to manage land practices and sequester carbon from the atmosphere in soils and plants, where it is actually useful instead of being detrimental. Natural Farming has many indigenous forms in India, the most popular one is practised in Andhra Pradesh. The practice has also spread, in other forms, to other states, especially those in southern India. It is promoted as '*Bharatiya Prakritik Krishi Paddhati*' (BPKP) under the centrally sponsored scheme Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY). BPKP aims at promoting traditional indigenous practices—which are largely based on on-farm biomass recycling with an emphasis on mulching and use of cow dung and urine formulations. It excludes all synthetic chemical inputs. Currently several states are undertaking Natural farming through central programmes like RKVY (*Paramparagat Krishi Vikas Yojana*), PKVY, BPKP and others state specific programmes. *Beejamrit*, *Jivamrit*, *Mulching*, *Whapasa* and *Plant Protection* are five main components of Natural farming. Those are also consider transformational process towards 'holistic' approaches such as agro-ecology, agro-forestry, climate-smart agriculture, and

conservation agriculture is a necessity. Practices such as agro-ecology, including Natural Farming, result in better yields without compromising the needs of the future generations. They are advocated by FAO and other international organizations.

Natural Farming aims to increase yields by maximizing production factors like labour, soil, equipment and by avoiding the use of non-natural inputs like fertilizers, herbicides and pesticides. Natural farming advocates the cultivation of diverse species of crops depending on site-specific agro-climatic conditions. With the help of diversified/mixed cropping practices, farmers can harvest different types of produce at regular interval from small parcels of land and earn regular incomes. The mixed cropping system also improves the nutritional value of soil, minimizes risks, reduces pest loads, boosts productivity levels and ensures financial sustainability. Natural Farming aims to make farming viable and aspirational by increasing net incomes of farmers on account of cost reduction, reduced risks, similar yields, incomes from intercropping, increasing crop intensity along with availing fair price of the crop grown. Natural Farming aims to drastically cut down production costs by encouraging farmers to prepare essential nutrients and plant protection materials with locally available resources, thereby ending the need for external and commercial inputs like fertilizers and other chemicals. The inputs like Jivamrit and Beejamrit are significantly reducing the costs of cultivation. Natural Farming products have a much higher nutritional content. Protein, amino acid, crude fat and other essential nutrient were about 300% higher than ordinary products. Chemical residue such as nitrate is almost undetectable in Natural Farming produce. Natural Farming leads to rural employment and increases the financial viability of small farms. NF has the potential to generate employment opportunities across the agricultural value chain, from production, distribution, and retail of natural mixtures to market linkages for such produce. Further easy accessibility to natural inputs would bring in gender equality in the sector. The indiscriminate use of chemical fertilizers and pesticides is a threat to soil and environment. This has adversely impacted the crop response ratio and created an imbalance of nutrients in the soil. The crop response ratio has reduced from 58 percent in the last six decades. Natural Farming aims to reduce risks associated with uncertainties of climate change by promoting the adoption of an agroecology framework. It encourages farmers to use low-cost homegrown inputs, eliminate the use of chemical fertilizers, and industrial pesticides. Natural Farming has shown evidence of increased resilience of farmlands along with protecting crops against extreme weather conditions by improving the fertility and strength of the soil. Natural Farming is a pre-

eminent practice that has proved to improve water retention capacity. It requires minimum water consumption and is known to reduce the dependency on resources like water and electricity. Thus, ultimately preserving groundwater reserve, improve water table, and reduce financial and labor stress on farmers. Practices like Whapasa have a positive effect in improving fertility and improving water retention capacity of soil. Similarly, contours and bunds preserve rainwater and allow soil moisture to retain for a longer period. Natural Farming is not simply farming without chemical fertilizers and pesticides, but rather it is organic farming with the added dimension of exploiting beneficial microorganisms to enhance soil quality and soil health. It employs the use of natural bio-inoculums instead of chemical fertilizers and pesticides. Cow dung and urine are the most essential components in Jivamrit and Beejamrit. A study by NAARM, funded by NITI Aayog in February 2020, shows that the population of indigenous cows among Natural Farming cultivators is found to be highest compared to crossbred cows, bullocks, and buffaloes in Karnataka, Maharashtra, and Andhra Pradesh. Natural farming transformation happens in a democratic way through men and women collectives taking charge at the grassroots. Especially women collectives (SHGs and their federations) are involved in programme planning, implementation and monitoring. Climate change poses critical risks for farmers, and endangers the soil, water, and other resources on which food production depends. Rising temperatures have already intensified droughts, heat waves, and cyclones, making it harder to grow crops.

# বয়সন্ধিকাল

**বীজেশ দাস**
**শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্নাতক**

আমি সকালে স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বসে আছি ক্লাসে স্যার আসতে একটু দেরি আছে। আমি প্রচন্ড ঘামচি, মুখ কান খানা পুরো লাল, হার্টটা যেন আরো জোরে ধক ধক করছে। চোখে মুখে জল দিয়ে এসে আবার বসলাম।ক্লাস এইটের ছেলের কিসের এত চিন্তা যে হার্টবিট বেড়ে গেছে? আমি চিন্তা করছি সেই দিনগুলো যখন ক্লাস ফাইভে আমি প্রথম এই স্কুলে এসেছিলাম নবাগত ছাত্র হয়ে। আগের স্কুলে সবাই আমাকে চিনত কিন্তু এই স্কুলে এসে জায়গা হল পেছনের বেঞ্চে। অনেক অনেক কষ্টে নতুন স্কুল মানিয়ে গুছিয়ে নিয়েছি। ভালো রেজাল্ট করে নিজের জায়গাটা পেয়েছি। আজকে এমন হলো এত খারাপ পরীক্ষা দিলাম যে সব ক্লাসে স্যার এসে বলছেন কি হলো? "সে এত কম নম্বর পেল কেন" - কে জানে যে আমি আজকাল পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি? কিন্তু কেউ কি জানে যে আমি বইয়ের দিকে হ্যাঁ করে চেয়ে থেকেও কিছু বুঝিনা। কারণ মন যেন অস্থিরতা হয়ে ওঠে এদিক ওদিক নাড়া দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু কাউকে বলে লাভ নেই কেউ বুঝবে না। হঠাৎ ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠে সিলেবাসটা খুব বেশি বড্ড মনে হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রে সাঁতার দিতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছি। কোনটা ছেড়ে কোনটা শিখব বুঝে উঠতে পারছি না। আমি যেদিন পুরোদিন স্কুলে একটাও কথা বলিনি। বাড়ি গেলাম পড়াশোনা শেষ করে বারান্দায় গিয়ে অন্ধকারে বসে থাকলাম তখন বাড়িতে সবাই মিলে স্টার জলসা সিরিয়াল দেখছে কিন্তু আমি আজকাল টিভিও দেখি না কারো সাথে ঠিকঠাক কথাও বলি না কেউ বুঝবে না,আমারটা আমাকে সামলাতে হবে। পরের দিন দিদা ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁ রে তোর মা বলছিল তুই নাকি কারো সাথে কথা বলিস না?তোর কি হয়েছে” তখনও বিশেষ কিছু বলিনি,ভাষা নেই বলার কেউ বুঝবে না।

সবশেষে বলি বয়সন্ধিকাল এমন একটা সময় যখন আমাদের সবদিকে পরিবর্তন হচ্ছে, পড়াশোনার চাপ বাড়ছে, অনেক কিছু নিয়ে মনে দ্বিধা জাগছে, সেই সময়ে শিক্ষকের বকুনি খাওয়া, বন্ধুর সাথে ঝগড়া হওয়াটা জীবনের প্রধান সমস্যা মনে করি। কিন্তু পরে মনে হবে এই সব কিছুই না, জীবনে আরও বড় বড় সমস্যা থাকে।

অতএব এই সময়টা পৃথিবীর ভালো খারাপ সবদিক নতুন করে দেখবার বয়স আবার অপরদিকে এটাও ঠিক যে এই সমস্যাগুলো আছে বলে অনেক কিছু বুঝতে পারছি এভাবেই আমাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে, সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি ও সাহস তৈরি হচ্ছে।

# আমি চোর নই

**বিভাস জানা**
**ভূগোল বিভাগ, স্নাতক**

সময়টা ছিল ২০১৮ ,২৩শে ডিসেম্বর,আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। ক্লাসের পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে রেজাল্ট বেরোতে বেশ কয়েকটা দিন বাকি। তাই একটু পরিকল্পনা করে নিলাম পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। মা তো আমার কথা তে কিছুতেই রাজি নয়, বাবার কাছে জোর কাঁদতে শুরু করলাম ঘুরতে যাবো বলে। মাকে রাজি করালো বাবা, মা রাজি হতে আমি খুব খুশি হলাম। কাল সবাই মিলে ঘুরতে যাওয়া হবে বর্ধমান। সকাল ৬:৪৩ এ ট্রেন আছে মেদিনীপুর স্টেশন থেকে, রাতের মধ্যে সব কিছু জিনিস গুছিয়ে ফেলা হলো। ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাবা মা দুজনকে বার বার বলতে লাগলাম তোমরা আমাকে ডাকবে, মনের মধ্যে প্রবল আবেগ, ঘুরতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে কিছুতেই ঘুম আসতে চাইছে না। তারপর আস্তে আস্তে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে ডাকতে শুরু করল, মায়ের কণ্ঠ স্বর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়লাম। প্রবল ঠান্ডা, চারিদিকে ঘন কুয়াশা রাস্তাঘাটে কেউ নেই বললেই চলে। ট্যাক্সি তে উঠে রওনা দিলাম স্টেশানের উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সি থেকে নেমে হাঁটার পর দেখি থমথমে স্টেশান এবং স্টেশানের উত্তর দিকে ঘন জঙ্গল থেকে কারা যেন ছুটে আসছে, দূর থেকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। হঠাৎ ছুটে এসে বাবার পায়ে পড়লো। তৎক্ষণাৎ বাবা বলে উঠল কে তোমরা? তাদের মুখে শুধু একটাই কথা, আমাদের কিছু খেতে দাও না গো, বড্ড খিদে পেয়েছে। তখন বাবা বলে উঠলো সর সর আমি এখন পারব না আমাদের তাড়া আছে । এদিকে ট্রেনের সময় হয়ে গেল ট্রেন এক নম্বর প্লাটফর্মে আসছে তাই সবাই ট্রেন ধরতে গেলাম কিন্তু ওই বাচ্চাগুলো কিছুতেই আমাদের পিছু ছাড়লো না, ট্রেন এসে স্টেশানে দাঁড়ালো আমরা ট্রেনে উঠে সিটের ওপর বসে পড়লাম।জানালা দিয়ে দেখছি ওই বাচ্চাগুলো ট্রেনে উঠে পড়লো। আস্তে আস্তে ট্রেন ছাড়তে শুরু করলো তারপর সামনের দিকে যখন দেখি ওই বাচ্চাগুলো সিটের নীচে যে খাওয়ার পড়ে আছে সেগুলোকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তাদের দেখে আমি কিছু বলতে যাবো সেই মুহূর্তে বাবা আমাকে আটকে দিলো তাই বাবার ওপর আমি কিছু বলতে পারলাম না। পাশের সিটে একজন ভদ্রমহিলা বসে ঘুমাচ্ছেন তার পাশে ব্যাগের উপর একটি খাবারের পুটুলি ছিল সেই খাবারের দিকে তাদের চোখ পড়ে এবং তারা ওটা নিয়ে ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করে সেই মুহূর্তে একটি শব্দ হয় সেই শব্দে মহিলার ঘুম ভেঙে গেল এবং চিৎকার করতে লাগলো চোর চোর বলে।কামরার মধ্যে থাকা সবাই ছুটে গেল এবং বাচ্চাগুলোকে ধরল। বাচ্চাদের মুখ থেকে শুধু একটা কথাই বেরোলো “আমরা চোর নই গো”, “আমরা চোর নই”।

নিজের চোখের সামনে বাচ্চাগুলোকে পুলিশ মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে, এই ঘটনা দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো এবং বাবার কাছে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম আমরা যে টাকাগুলো খরচ করে ঘুরতে যাবো ভেবেছি সেই টাকা দিয়ে ওদের শীতের পোশাক আর কিছু খাওয়ার কিনে দাও। এই কথায় বাবা রাজি হলেন এবং আমরা পরের স্টেশনে নেমে গেলাম।

# রসগোল্লা

**অনুশ্রী পাত্র**
**প্রাণীবিদ্যা, স্নাতকোত্তর**

আরে আরে , আমাকে ছেড়ে অন্য কারো দিকে তাকানোর সাহস হয় কি করে তোমার! আমি রূপে লক্ষ্মী- গুনে সরস্বতী , মিষ্টি স্বভাবের সাথে রয়েছে উজ্জ্বল বংশ পরিচয়, কত গল্প সাহিত্য, কবিতায় পাবে তুমি আমার নাম। আবার আধুনিক গানে, সিনেমায় হয়েছি বিষয়বস্তু ও। তো শোনো মশাই, বাকিদের সাথে না আমার তুলনা চলে না বুঝেছ...? এত সুন্দর করে সেজে রয়েছি তোমার জন্য , কখন তুমি আমায় তোমার সাথে নিয়ে যাবে তোমার বাড়ি, বসে আছি এই অপেক্ষায়...আর তুমি কিনা বাকিদের জমকালো মেক আপ এ আকৃষ্ট হয়ে আমায় উপেক্ষা করো...

ওহ ....কি ভাবছেন কোনো বিবাহযোগ্যা, সুন্দরী, লাবণ্যময়ী কন্যা? হ্যাঁ সুন্দরী আর লাবণ্যময়ী বটে, তবে কোনো কন্যা নই, আমি হলাম রসগোল্লা।

হ্যাঁ রসগোল্লা ....দুধের ছানা আমার আসল সৌন্দর্যের উপাদান, এখন অবশ্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে ফাউন্ডেশন রূপে ব্যাবহৃত হয় ময়দা, অ্যারারুট। তারপর মানুষের কোমল হাতের স্পর্শে নিটোল গোল তৈরী হই আমি। আর তারপরে যাই ফুটন্ত চিনির রসে স্নান করতে । আর যেমন পুরোনো বাংলা সিনেমায় ছুটতে ছুটতে, খেলতে খেলতে নায়ক নায়িকা বড় হয়ে যায় তেমনি অদ্ভুত ভাবেই স্নান করতে করতে বড় হয়ে যাই আমিও। স্নান সেরে রসসিক্ত হয়ে উঠে আসি পাত্রে। না তুমি তখন ছুঁতে পারবে না আমায়, হ্যাঁ আমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারো কাঁচের শোকেস এর বাইরে দাঁড়িয়ে। আর আমি বসে থাকি বাকিদের ছেড়ে আমার সৌন্দর্য্য এ মুগ্ধ হয়ে কখন কিনে নিয়ে যাবে আমায় তোমার বাড়ি। কি বললে, “এত কিসের অহঙ্কার, আমার শরীর ধ্বংস হয়ে সমাধিস্থ হয় তোমার পাকস্থলী তে?” তো শোনো মৃত্যু তো সবার ই হয়, তোমার কি হবে না? তবে আমার মৃত্যুতে যদি কারও বিবাহ সম্পর্ক শুরু হয়, বিবাদ শেষ হয়, ভাইবোনের শুভ দিনগুলোর সাক্ষী হয়, কারও জন্মদিনের খুশী হয়, বা কারও আত্মার শান্তি কামনা হয় তবে সেই মৃত্যু কষ্টের নয় বরং গর্বের।

নাও এবার তুলে নাও আমায় মুখে, তোমার আনন্দের জন্য। আমি তৈরি আমার মৃত্যু বরণের জন্য। একি, অমন করছো কেন? কষ্ট হচ্ছে? আরে কেউ আছো ....দেখ না... আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি কিচ্ছু করতে পারছিনা ....

ডাক্তার! কি বলল ডাক্তার .....ডায়াবেটিস!! এ কেমন রোগ যেখানে আমায় উপভোগ করা চলে না আরে বেকুব, আমি কেবল মিষ্টি নই... আমি আবেগ, বাঙালীর আবেগ।

হা ঈশ্বর! সবসময় চেয়ে এসেছি আমার মৃত্যু কারও খুশির হোক কিন্তু কারও দুঃখের , কষ্টের সূচনা আমার মৃত্যুতে!! এ তো আমি চাইনি ঈশ্বর, এ আমি চাইনি.....।

# 5G ইন্টারনেট পরিসেবা মানবজীবনে আশীর্বাদ না অভিশাপ

**অরিজিৎ সামন্ত, গবেষক, ইমিউনোলজী**

৯০-এর দশকে জন্মগ্রহন করা বাচ্চা হিসেবে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, আমরা যোগাযোগ প্রযুক্তির বিবর্তন এবং বিপ্লব অনুভব করেছি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার এলাকায় একটি মাত্র টেলিফোনবুথ দোকান ছিল। হাজার হাজার মানুষ অন্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি মাত্র টেলিফোন ব্যাবহার করত। কল রেট খুব বেশি ছিল। তার কয়েক বছর পর Nokia, Samsung- এর মোবাইল সেট খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমার বাবা একটি কিনেছিলেন। তখন আমি ইন্টারনেট কি তাও জানিনা। বাবার ফোন নিয়ে গোপনে ফুটবল, ক্রিকেট, ক্যারাম, সাপ গেম খেলতাম। সেই রোমাঞ্চকর দিন গুলো আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তখন ২০১২ সাল, উচ্চ বিদ্যালয়ে থাকাকালিন বিপ্লবী শব্দ 'ইন্টারনেট' চারিদিকে প্রচলিত। আমিও ইন্টারনেট জানতে ও ব্যাবহার করতে আগ্রহী ছিলাম। এরপর যখন ২০১৪ সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ করে একাদশ শ্রেণিতে পড়ি তখন বাবা মাকে রাজি করে একটি মাত্র ২জি সেট পাই। তাও ইন্টারনেট প্যাক ভরতাম নিজে সপ্তাহ জুড়ে হাত খরচ সঞ্চয় করে। হয়ত এটা শুনে আপনি অবাক হবেন! এরপর স্কুল জীবন শেষ করে কলেজ জীবনে পা দিই সালটা তখন ২০১৭, দাদার দেওয়া একটি মাত্র ৪জি সেট সেট পাই, তাই ব্যাবহার করতাম এবং কলেজ জীবনের B.Sc, তৃতীয় বর্ষের কিছু প্রোজেক্ট এর কাজের জন্য একটি ল্যাপটপ পাই দাদার থেকে সত্যি সেই রঙ্গিন সোনালি দিন গুলো ভোলার নয়।তারপর বিভিন্ন অ্যাপ যেমন ফেসবুক, whatsapp, Instagram সহ বিভিন্ন অ্যাপ চালাতে শিখলাম ও জানলাম। তখন ইন্টারনেট পরিসেবা বলতে ৩জি এবং কিছু দিন পর ৪জি LTE আসলো যা এখনো বর্তমান। এরপর এখন ২০২২, আমাদের Hon'ble Prime Minister, নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, ৫জি এর শুভ সূচনা করলেন কিছু দিন আগে এবং কলকাতা সহ মোট ১০ টি শহর জুড়ে এর পরিসেবা প্রদান করবে। এরপর আসি ৫জি এর প্রভাব মানবজীবনে। এর অনেক সুফল ও কুফল বর্তমান।

৫জি নেটওয়ার্ক হল সেলুলার নেটওয়ার্কের সর্বশেষ প্রজন্ম। ৫জি ওয়ারলেস প্রযুক্তি উচ্চ মাল্টিজিবিপিএস পিক ডেটা গতি, অতি কম লেটেন্সি, আরও নির্ভরযোগ্যতা, বিশাল নেটওয়ার্ক ক্ষমতা, বর্ধিত প্রাপ্যতা এবং আরও বেশি ব্যাবহারকারীর কাছে আরও অভিন্ন ব্যাবহারকারীর অভিজ্ঞতা প্রদানের উদ্দেশ্যে। উচ্চতর কর্ম ক্ষমতা এবং উন্নত দক্ষতা নতুন ব্যাবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করে এবং নতুন শিল্পকে সংযুক্ত করে।

 বিভিন্ন টার্গেট পরিসেবা রয়েছে যা ৫জি নেটওয়ার্কগুলি করতে সক্ষম যা ৪জি নেটওয়ার্ক দ্বারা সম্ভব নয়। কার্যত বলতে গেলে, ৫জি শুধুমাত্র মোবাইল যোগাযোগের পরবর্তী প্রজন্ম নয় বরং উচ্চস্তরের কর্মক্ষমতাও রয়েছে যা স্বাস্থ্যসেবা থেকে শিক্ষা, পরিবহন থেকে বিনোদন এবং আরও অনেক কিছু শিল্পকে শক্তিশালী করবে।

 ৫জি আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় অতি নির্ভরযোগ্য ই-স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান করবে। দূরবর্তী চিকিৎসা এবং রোগীর নজরদারির মতো ই-স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলির জন্য উচ্চ প্রাপ্যতা এবং নির্ভর যোগ্যতা প্রয়োজন যা শুধু মাত্র ৫জি প্রযুক্তির উচ্চ ব্যান্ডউইথ দ্বারা পাওয়া যায়।

 আমাদের প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপের জন্য ৫জি একটি বিশাল সম্ভবনা সরবরাহ করবে, যেমন স্মার্ট হোম, স্বচালিত গাড়ির জন্য উন্নত Artificial intelligence (AI)। একজন ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক লাইট নিয়ন্ত্রন করতে পারে ৫জি এর ওপর নির্ভর করে।

 ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সেস দ্রুত এবং সর্বত্র ৫০Mbps ইন্টারনেট পরিসেবা বা তারও বেশি পরিসেবা যা ৪জি এর তুলনায় ৫জি এর একটি চিত্তাকর্ষক সুবিধা। যার ফলে প্রতিদিনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ আরও বেশি সহজলোভ্য করে তুলবে। আরও অনেকগুলি ব্যাবহারের ক্ষেত্রে ৫জি ব্যাবহার হওয়ার কথা হলেও সংক্ষেপে ৫জি এর পিছনে প্রেরণা হল আরও ভাল এবং দ্রুত ডিজিটাল ভাবে সংযুক্ত এবং স্বয়ংক্রিয় ভবিষ্যতের কল্পনা করা। কিন্তু এই বিশ্বের সবকিছুর মতো, ৫জি প্রযুক্তি আমাদের স্বাস্থ্য-র জন্য ক্ষতিকারক বলে অনেক সংস্থা দাবি করেছে। এর অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম জনসাধারণের জন্য স্বাস্থের প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে এমন উদ্বেগ রয়েছে। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়েশন ক্যানসারজনিত টিউমারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে কিনা তা নিয়ে ভোক্তাদের উদ্বেগ কিছু সময়ের জন্য রয়েছে এবং এখনো রয়েছে। সরকারিভাবে, U.S Food এবং Drug Association (FDA), একটি সরকারি সংস্থা যা শুধুমাত্র খাদ্য ও ওষুধের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে জন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই দায়ী নয়, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন নির্গত যন্ত্রেও সমানভাবে দায়ী। আমরা আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি এবং ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সী ফোর রিসার্চ অন ক্যান্সার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সেই প্রতিক্রিয়াগুলিকে আরও সম্পুরক করেছি যে তারা বিশ্বাস করে যে সেলফোন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শক্তির এক্সপোজারের বর্তমান নিরাপত্তাসীমা জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গ্রহনযোগ্য। অন্য কথায় ৫জি প্রযুক্তি নিরাপদ কারন তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য-র প্রভাবগুলি শনাক্তকরন করার জন্য যথেষ্ট গবেষণা নেই। এখন যাইহোক, একই সংস্থার নীতি বাক্যটি খাদ্য সংযোজন, ফাস্ট ফুড এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার সম্পর্কে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তেমন আজও অনেক ধরনের রাসায়নিক এবং পরিবেশ গত ক্ষতিকারক পন্য নিষিধ্য করা হয়নি। বিভিন্ন গবেষণা স্পষ্টভাবে দাবী করে ৫জি আসলে বিপজ্জনক, এর কারন হল এর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) রেডিয়েশন সিগন্যাল। RF রেডিয়েশন DNA-র ক্ষতি এবং ক্যানসারের সাথে যুক্ত করার শত সমকক্ষ পর্যালোচনা করা বৈজ্ঞানিক গবেষণা রয়েছে। ২০১১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য RF রেডিয়েশন-কে ‘সম্ভবত কার্সিনোজেনিক’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে, যার অর্থ ক্যানসার সৃষ্টিকারী।

২জি, ৩জি এবং ৪জি 1GHz-5GHz ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাবহার করে। ৫জি আরও বেশি বিপজ্জনক কারন এটি বেশি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাবহার করে, প্রায় 24 GHz থেকে 90GHz এর মতো রেডিয়েশন স্বাস্থ্য সংস্থার মতে। ৫জি বিপজ্জনক হোক বা না হোক, প্রযুক্তি এখানে থাকার জন্য, কোনো সন্দেহ ছাড়াই এটা সিদ্ধান্তে আসা যেতেই

পারে যে, আমাদের শিল্প ও আমাদের ভবিষ্যৎ-এর বিপ্লব ঘটাবে। যোগাযোগ ও প্রযুক্তির পঞ্চম প্রজন্ম আমাদের অনেক নতুন অগ্রগতি প্রদান করবে যেমন সংযোগের গতি, কম লেটেন্সি এবং ক্লাউড এবং ডিভাইসগুলির একটি সম্পূর্ণ নতুন মহাবিশ্বকে ঘিরে রাখার জন্য কম্পিউটার এবং ফোনের বাইরে প্রসারিত করার ক্ষমতা (আনুমানিক বিলিয়ন) নেটওয়ার্ক-র সাথে যুক্ত। কার্যত বলতে গেলে, ৫জি একদিন স্মার্ট factories এবং real time virtuality সরবরাহ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হবে। ৫জি এমন পরিমানে বিপ্লব করবে যে অনেক বিজ্ঞানী আজ বিশ্বাস করেন যে ভবিষ্যৎ-এর আবিষ্কার গুলি নতুন উদ্ভাবনী উপায় গুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তি ব্যাবহার করবে যা আমাদের জীবনকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করবে। তাই ৫জি পরিসেবা আমাদের জীবনে স্বর্গের থাকার অনুভুতি দেবে এবং প্রযুক্তির এক নবজাগরণ ঘটাবে।

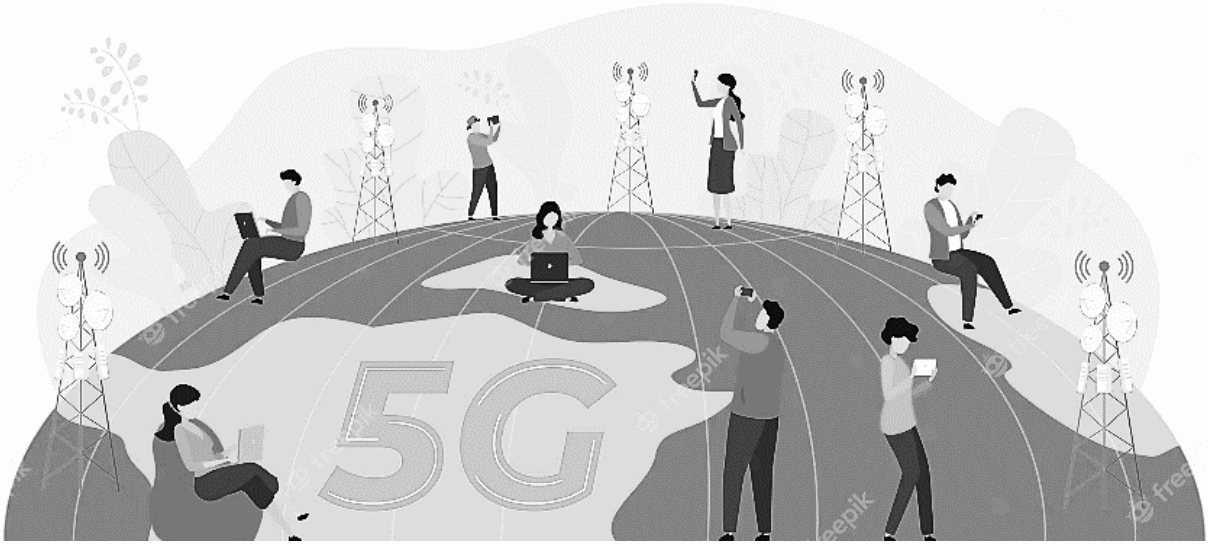

# বাবা

**অরিজিৎ চক্রবর্তী**
**প্রাণীবিদ্যা, স্নাতক**

মা কে নিয়ে ও অনেকেই লেখে আজ আমার লেখা বাবার কে নিয়ে। বাবা মানে বট বৃক্ষ, তিনি একাই একটা প্রতিষ্ঠান। বাবা এমন একজন ব্যক্তি যিনি যেকোনো পরিস্থিতিতে আগলে রাখেন, ছায়ার মতো পাশে থাকেন, নির্ভরতা দেন। নিজের শত সমস্যা থাকলেও সন্তানদের সুরক্ষিত রাখতে ও যেকোনো পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিতে পিছ পা হন না। আমরা মায়ের মায়ের কাঁধে হাত দিয়ে অনেকেই ছবি তুলি কিন্তু বাবার সাথে ছবি তুলতে আমরা অনেকেই কুণ্ঠিত বোধ করি।

বাবা মানে হাজারটা সমস্যার সমাধান একনিমেষে। আমি মেদিনীপুরে একটা মেসে থাকি, মা সকাল থেকে একশো বার ফোন করলেও বাবা প্রত্যেকদিন রাতের বেলায় একবার ফোন করে, আমার সারাদিনের খোঁজ নেয়। ছোটবেলায় মা খেতে বসলে আমাকে নানান গল্প পড়ে যিনি ঘুম পাড়িয়ে দিতেন সেই আমার বাবা। ছোট বেলায় আমাকে একবার মেরেছিল খুব , কষ্ট হয়নি কিন্তু অভিমান হয়েছিলো যে বাবার হাতে মার খেলাম। কদিন আগে বাড়ি গিয়েছিলাম বাবার মোটরসাইকেলটায় বাবাকে পিছনে বসিয়ে বেরিয়ে ছিলাম ব্যাংক এ যাবো বলে, বাবা কাঁধে হাত রেখে বলল "গাড়ি আস্তে চালা, ভালো চালানো হচ্ছে।" তখন আমার গায়ে একটা শিহরণ বয়ে গেলো।

মেদিনীপুর আসার সময় বাবার সেই কথা গুলো আজও মনে পড়ে "সাবধানে থাকবি, ভালোভাবে পড়াশোনা করবি ,সময় মতো খাবি আর সাবধানে স্কুলে যাবি বাবাকে বললাম স্কুল নয় কলেজ বাবা বলল ওই একই হলো।" বাবা তোমার ছেলে বড়ো হয়নি এখনো সে অন্য বাচ্চাদের বাবার কোলে ঘুম পাড়ানো দেখে চোখের কোনে জল আসে। তোমাকে কোনোদিন বলা হয়নি বড্ড ভালোবাসি তোমায় বাবা। ফোন এ তোমার ছবি দেখে এখনো কেঁদে উঠি। প্রত্যেক সপ্তাহের ছুটিতে বাড়ি যায় সেদিন খুব মজা, একসাথে সবাই খেতে বসি মা, বাবা,দাদু, ঠাকুমা ও আমি।

"বাবার নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে
ছন্দরা সব মিল খায় না
বাবা তোমার কথা কবিতা কি
উপন্যাস লিখেও শেষ হয় না... "

## প্যশান থেকে প্রফেশানে

**অনুকূল প্রধান**
**বি এম এল টি, স্নাতক**

সত্যি এই পৃথিবীতে তারা খুবই ভাগ্যবান যারা নিজের কাজের জন্য অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পায়। বুঝতে পারলেন না তো ?

চলুন খুব সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক। আপনি বর্তমানে যে কাজটি করছেন তার প্রতি আপনি কি আদৌ ইন্টারেস্ট আছেন ? যদি থাকে তাহলে তো আপনিও ভাগ্যবান। কিন্তু যদি ইন্টারেস্ট না থাকার সত্ত্বেও আপনি করে চলেছেন শুধু অর্থ উপার্জনের তাগিদে। তাহলে আপনি কি আপনার কাজের জন্য অর্থ পাচ্ছেন ? তাহলে কেনো বেশিরভাগ মানুষ নিজের ইচ্ছেকে বিসর্জন দিয়ে সিচুয়েসানের বশবর্তী হয়ে অন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে ? বেশিরভাগ লোক নিজের অজান্তেই নিজের ইচ্ছাকে নিজের হাতে গলা টিপে হত্যা করে ফেলেন । আজকের এই নিবন্ধটি পাঠ করে আপনি নিজের সেই ভুল গুলো না করে নিজের প্যাসানকে অনুসরন করে নিজেকেও ভাগ্যবান করে তুলতে পারবেন। সিংহভাগ লোকেরা নিজের প্যাশানটিকে খুবই ছোটো করে দেখে,

সবসময় ভাবতে থাকে এটা নিয়ে এগিয়ে গেলে হয়তো কিছু করা যাবেনা। তাই গুরুত্বও কম দেয়, অনেক সময় এও লক্ষ্য করা যায় তারা লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে বলতে পারে না। যেটি সবথেকে বড়ো ভুল। আপনাদের স্বার্থে জানিয়ে রাখি একবিংশ শতাব্দিতে দাঁড়িয়ে যেকোনো কিছুকে নিয়ে এগিয়ে সাফল্য নিয়ে আসা সম্ভব। শুধু কাটাতে হবে লোক লজ্জার ভয়। প্রথম ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার পর অধিকাংশ লোক যে ভুলটা করে তারা এমন কারোর কাছে পরামর্শ করার জন্য যান ,যে সেই ফিল্ডে আদৌ কিছু জানেন না এবং সেই ফিল্ডের সম্মন্ধে নেতিবাচক ধারনা দেন। তারা ভুল সিদ্ধান্তের বশবর্তী হন। তাই সঠিক লোককে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার কাছ থেকেই পরামর্শ গ্রহন করতে হবে। বন্ধুমহলে আপনাকে সেই সব বন্ধু ত্যাগ করতে হবে যে বা যারা

আপনার ধারনাটিকে যুক্তিহীন ভাবে তাচ্ছিল্ল করে। বেশিরভাগক্ষেত্রে এই ধরনের লোক ও নিজের পরিবারে দেখা যায় তখন আপনাকে পরিবারের কথাকে খুব বেশি মাথায় না নেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। তবে তার জন্য আপনাকে আপনার কাজটিকে নিয়ে খুব বেশি কনফিডেনট থাকতে হবে। সেই সব লোকেদের সান্নিধ্য ত্যাগ করতে হবে যাদের সঙ্গে থাকলে আপনার নিজেকে লো ফিল হয়, কারন তাদের কথায় বেশি পাত্তা দিলে আপনি নিজেকে অপদার্থ মনে করবেন। বরং তাদের সঙ্গে বেশি বেশি মিসুন যাদের সঙ্গে থাকলে আপনার হাই ফিল হয়। কারন তারাই আপনাকে পাহাড় চড়ার স্বাদ দিতে পারে। মনে রাখবেন সাকসেসের কোনো শর্টকাট হয় না। সাকসেস হতে লাগে কঠোর পরিশ্রম, অনবদ্য ইচ্ছা, হার না মানার প্রবনতা।তার জন্য আপনাকে প্রতিদিন সাকসেস স্টোরি পড়তে হবে তাতেই ইচ্ছা টাকে ধরে রাখা সম্ভব। আপনি যেমন প্রতিদিন স্নান করেন শরীরকে পরিস্কার রাখার জন্য , ঠিক তেমনি মনকে পরিস্কার রাখার জন্য ইতিবাচক বই আপনাকে নিয়ম করে পড়তে হবে। আশা করি আপনি সেই সব ভুল শুধরে নিজেকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। আপনি শারীরিক ও মানসিক ভাবে নিজেকে আরও উন্নতি করতে পারবেন। শুধু সাকসেস স্টোরি পড়ে গেলেই হবে না। মনে রাখবেন, যতক্ষণ না আপনি বাস্তবে কাজে না নামবেন ততক্ষণ আপনি কনফিডেন্স পাবেন না। একবার শুরু করুন পরবর্তী পথ আপনা আপনি তৈরি হয়ে যাবে।

# An Investigation

**Ayan Dutta, English dept. B.A.**

***(Major spoiler alert for Murder of Roger Ackroyd, the murderer's true identity has been reveled in this essay:)***

An aficionado of Detective Fiction, Murder of Roger Ackroyd is a brilliant piece of Agatha Christie's attempt to bring forward two of her own very distinctive and different detectives- Hercule Poirot and Caroline Shepperd in the same story, creating a contrast between both, as these two detectives uses two different forms of investigation process- facts and intuition. It's to be noticed however, that all of their investigation and conclusions are being forth to the readers by the narrator aka the implied author.

So, this investigation, (a meta joke, as the name of the essay is An Investigation) depends on. But, the investigation process of none other than the narrator, as shown in Murder of Roger Ackroyd or the importance of his investigation process as an ordinary narrator or at least, significance of the role he plays in the story is later revealed to be the murderer. Now, I'm aware of the author's attempt of mocking the rock-solid trust of the reader on the narrator's description as universal truth. While, I'm very much into that, I'd like to step a little further, going for a powerful as well as philosophical revelation. So, my argument is about the influence of Dr. Shepperd over the case construction of not only the readers also the detectives', Hercule Poirot and Caroline Shepperd, what I mean to say is that the novel can be interpreted as an ironically meta-post structural joke about the death of Author God. As Ronald Barthes claims in his essay Death of the Author, "the birth of the reader must be at the cost of the death of the author".

So, what it means for the novel, works thus, if we are to believe the authority of the author God, then the character of Dr. Shepperd can be interpreted as the authoritative discourse of the author god limiting the understanding of the work, only to certain interpretations, which are of course, chosen by the author in order to suppress the reader's own inquisitive mind, therefore, confining the work from becoming a text. Now, a casual reader, here represented by Caroline Shepperd, won't mind this ascendancy, however any critical reader, represented with a detective, who is very much obsessed over anything which is not perfect, most definitely will. As Dr. Shepperd gave Poirot false narrative, in order to mislead him, so does the author god, but, the critical reader will find all the clues, all which are connected and all which are not, and demolishes the control, and comes up a breakthrough interpretation, which is very different from what the god has intended.

In this way, the god is butchered and the detective comes to a breakthrough conclusion, which Dr. Shepperd definitely did not want him to, therefore, making this "The birth of the author at the cost of the death of the author" making it a self- reflective postsructural joke. This is my personal interpretation about the novel and I might very well be wrong. And btw, this is why I care, who killed Roger Ackroyd.

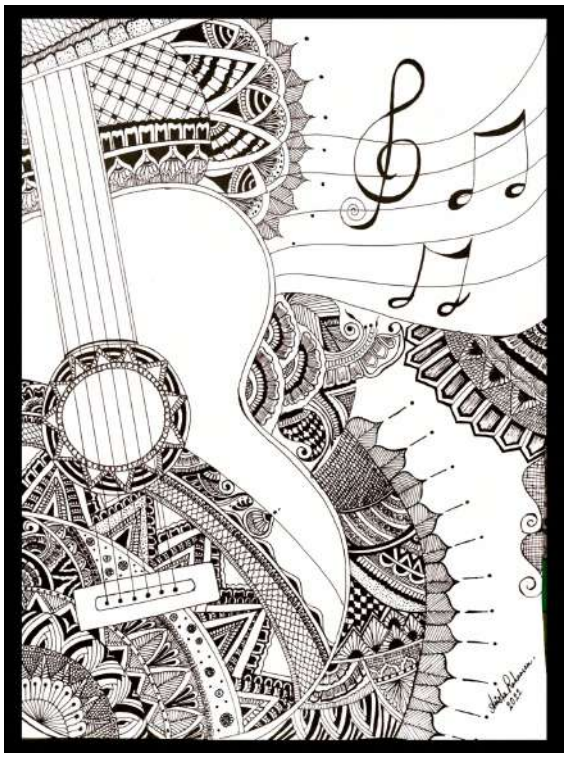

*Anisha Rahaman,*
B.A. English, 2020-21

*Dr. Monjit Paul,*
Assistant Professor of Fishery Science

*Ankana Dhar,*
B.A. English, 2022-23

*Madhumanti Shasmal,*
M.A. English, 2021-22

*Anwesha Tapadar,*
B.A. English, 2022-23

*Samya Mukherjee,*
B.Sc. Zoology, 2022-23

*Priya Sahani,*
B.A. Bengali, 2022-23

*Sanjit Pal,*
B.A. English, 2022-23

*Tiyasa Roy,*
B.Sc. Zoology, 2021-22

*Priti Roy,*
B.Sc. Zoology, 2021-22

*Malay Singha,*
M.A. English, 2021-22

*Piyali Dey,*
Bachelor of Computer Application, 2021-22

*Subhadip Patra,*
M.Sc. Agriculture (Genetics & Plant Breeding), 2021-22

# Photography

*Akash Kesoria,*
B.A. English, 2020-21

*Ekta Kar,*
B.A. English, 2020-21

*Suman Dey*
Administrative Staff

# MIDNAPORE CITY COLLEGE

Recognized by UGC, DSIR, Govt. of India, Higher Education Department, Directorate of Medical Education, Govt. of West Bengal & Affiliated to Vidyasagar University, The West Bengal University of Health Sciences

**B.A. Honours Courses (VU)**

Bengali, History, Education & English

**B.Sc. Honours Courses (VU)**

Geography, Mathematics, Chemistry, Physics & Computer Science

Botany, Zoology & Nutrition

4 Years Bachelor of Fishery Science (B.F.Sc.)

4 Years B.Sc. Honours in Agriculture

Bachelor of Computer Application (BCA)

**Under Graduate Paramedical & Allied Health Science Courses (VU)**

Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT)

BBA in Hospital Management (BHM)

**M.A. Courses (VU)**

Bengali, History, English & Education

**M.Sc. Courses (VU)**

Geography, Chemistry, Physics, Mathematics, Computer Science, Botany

Nutrition and Dietetics, Food Science and Nutrition, Zoology

Agriculture (Agronomy)

Agriculture (Genetics & Plant Breeding), Agriculture (Plant Protection)

Fishery Science (M.F.Sc.)

**Post Graduate Paramedical & Allied Health Science Courses (VU)**

Master in Hospital Administration (MHA)

M.Sc. in Medical Laboratory Technology (MMLT) in Applied Microbiology

M.Sc. in Medical Laboratory Technology (MMLT) in Clinical Biochemistry

M.Sc. in Medical Laboratory Technology (MMLT) in Hematology & Blood Transfusion

M.Sc. in Medical Laboratory Technology (MMLT) in Advanced Pathology & Histopathology

**1 Year Advanced Diploma (VU)**

Advanced Diploma in Geo-Informatics

**Under Graduate Paramedical Courses (WBUHS)**

B.Sc. in Medical Microbiology

Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT)

B.Sc. in Radiology & Imaging Techniques

**Post Graduate Paramedical Courses (WBUHS)**

M.Sc. in Medical Microbiology

M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Microbiology)

M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Biochemistry)

M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Haematology)

M.Sc. in Medical Laboratory Technology (Adv. Pathology & Histopathology)

**Post Graduate Allied Health Science Courses (WBUHS)**

M.Sc. in Applied Nutrition

10TH RANKED in West Bengal

54TH RANKED in India

Education World

EW NON-AUTONOMOUS COLLEGES STATE RANKINGS 2022-23

University Grant Commission Govt. of India

Department of Scientific & Industrial Research, Govt. of India

Higher Education Department Govt. of West Bengal

Vidyasagar University Govt. of West Bengal

Directorate of Medical Education Govt. of West Bengal

The West Bengal University of Health Sciences, Govt. of West Bengal

Bhadutala, Midnapore, Paschim Medinipur, Pin- 721129, West Bengal, India

www.mcconline.org.in

+91 3222 291218 | +91 9547414192 | +91 8967598946 | +91 9932318368